রুপিন্দর সিং সান্ধু

বনাম

পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(২০০৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৫৮)

১৫ই মে, ২০১৮

[জে চেলামেশ্বর এবং সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ২৯৯ এবং ৩০৪, অংশ-২, ধারা ৩৪ এর সাথে পাঠ করা – পি ডাব্লিউ ৩ এবংপি ডাব্লিউ ৪ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ততা 'জি এস' দ্বারা চালিত একটি মারুতি গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন – পথের ডানদিকে বিরোধ দেখা দেয় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা (এ -১ এবং এ -২) এবং 'জি এস '-এর মধ্যে – অভিযোগ, এ -১ গাড়ি থেকে 'জি এস ' কে টেনে বের করে মুষ্টিযুদ্ধ করে, যার ফলে হাসপাতালে নেওয়ার সময় তার মৃত্যু হয় – এ ১ এবং নাম প্রকাশ না করা দ্বিতীয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩০৪ /৩৪ ধারায় এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে – ট্রায়াল কোর্ট খালাস দিয়েছে উভয় অভিযুক্ত – হাইকোর্ট খালাসের রায় বাতিল করেছে – রায়: মেডিকেল মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রমাণ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত – প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র তথ্য হল এ -১ মৃত ব্যক্তির মাথায় একবারও মুষ্টিযুদ্ধ করেছিল – কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি, অভিযুক্ত এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে কোনও পূর্ব শত্রুতা ছিল না – কোনও সহজাত মস্তিষ্কের আঘাতের প্রমাণ নেই – ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন এই বিষয়ে নীরব – রোগ বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট স্পষ্ট তবে মস্তিষ্কে কোনও প্যাথলজির অনুপস্থিতি, তিনি মৃত ব্যক্তির হৃদপিণ্ডের অবস্থার মধ্যে প্রচুর অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন - যেমন রেকর্ডে থাকা প্রমাণ, মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সাবডুরাল হেমোরেজ দ্বারা হয়েছিল কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নয় বলে হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে যে রেকর্ডে থাকা কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে নয় এবং এটি একটি বিশুদ্ধ অনুমান - মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য এ -১ কে দায়ী করা যাবে না - আরও, এ ২ বিবেচনা করলে, এফ আই আর-এ কেবল এ ১ এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঘটনার দ্বিতীয় অংশগ্রহণকারীকে একজন "ক্লিন শেভেন ম্যান" বলা হয়েছে এবং এতে উল্লেখ করা হয়নি যে ক্লিন শেভেন ম্যান মৃত ব্যক্তির শরীরে আক্রমণ করেছেন বা কোনও আঘাত করেছেন - কোনও রেকর্ডে থাকা উপাদান নেই যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এ -২ সেই ক্লিন শেভেন ম্যান ছিলেন রেকর্ডে এমন কোনও তথ্য নেই যা প্রমাণ করে যে সে মৃত ব্যক্তির উপর আক্রমণ করেছে বা সে দোষী অপরাধ করার জন্য এ -১ এর সাথে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করেছে হত্যাকাণ্ড যা হত্যার সমান নয় - এ কে দোষী সাব্যস্ত করা নিরাপদ নয় -২ চালু

পীডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণের ভিত্তি, যা ঘটনার প্রায় ৭ বছর পরে রেকর্ড করা হয়েছে ~ এ২-এর ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়টিও বাতিল করা হয়েছে-ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-ধারা সমূহ ১৭৩ এবং ৩১৯।

প্রমাণ-সম্পর্কিত সাক্ষী-প্রশংসা, অভিযুক্তের আপিল মঞ্জুর করে এবং অভিযোগকারীর আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ ১ হাইকোর্টের পুরো রায়ে কেবল দুটি বাক্য রয়েছে যা দ্বিতীয় অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে। হাইকোর্টের রায়ে কোনও আলোচনা নেই যে তদন্ত চলাকালীন কোন সময়ে, এ ২-কে দুর্ভাগ্যজনক দিনে এ-১-এর সাথে ভ্রমণকারী অন্য ক্লিন শেভেন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং বিচারের সময় পিডব্লিউ-৩ এবং পিডব্লিউ-৪-এর বিবৃতি (ঘটনার ৭ বছর পরে দেওয়া) ব্যতীত রাষ্ট্রপক্ষ কোন প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে উচ্চ আদালত দায়রা আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা খালাসকে বিপরীত করা এবং এই ধরনের তুচ্ছতার ভিত্তিতে আইপিসি ধারা ৩৪-এর সাথে পঠিত ধারা ৩০৪ অংশ ২-এর অধীনে একটি অপরাধের জন্য এ-২-কে দোষী সাব্যস্ত করা উপযুক্ত বলে মনে করেছিল।

বিশ্লেষণ

১.২ এফআইআরে শুধুমাত্র আল এবং দ্বিতীয় -এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার অংশগ্রহণকারীকে "ক্লিন শেভড ম্যান" বলা হয়েছিল। এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি যে ক্লিন শেভড ম্যান মৃত ব্যক্তির শরীরে আক্রমণ করেছে বা কোনও আঘাত করেছে। এতে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে যে পিডব্লিউ ৩-এর উপর এইচ টেড মুষ্টি আঘাত করেছে। নথিতে থাকা উপাদানগুলি এই তথ্য সম্পর্কিত তথ্য থেকে একেবারেই বঞ্চিত যে কোন সময়ে এ-২-কে সেই ক্লিন শেভড ম্যান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল যিনি তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা এ-১ সহ ঘটনায় অংশ নিয়েছিলেন। এবং রেকর্ডের কোনও উপাদান নেই যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে এ-২ সেই ক্লিন শেভড ম্যান ছিল। পি. ডব্লিউ. ৩ এবং পি. ডব্লিউ. ৪-এর তদন্ত করা হয়েছিল মৃত ব্যক্তির মৃতদেহের বিষয়ে, যা রাষ্ট্রপক্ষ অনুসারে ঘটনার তারিখে বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে হয়েছিল। এমনকি পি. ডব্লিউ. ৩ এবং পি. ডব্লিউ. ৪-এর সেই বিবৃতিগুলিতেও এ-২-এর নাম বা সনাক্তযোগ্য বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি। স্বীকারযোগ্য যে, কোনও সময়েই ক্লিন শেভ করা ব্যক্তির পরিচয় এ-২,

১.৩ উপরের উপাদানগুলির বিশ্লেষণ থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি বেরিয়ে আসেঃ

(i) পিডব্লিউ ৩ বা পিডব্লিউ ৪ কেউই অপরাধের তারিখের আগে দ্বিতীয় অভিযুক্তকে জানতেন না;

(ii) অপরাধের তারিখেও তারা তার নাম বা অন্যান্য বিবরণ জানতেন না যা তার সনাক্তকরণের দিকে পরিচালিত করতে পারে;

(iii) প্রথম অভিযুক্তের সাথে থাকা ব্যক্তিটি (এ-২); এই সিদ্ধান্তে তারা কীভাবে পৌঁছেছিল তা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ কোনও উপাদান নথিভুক্ত করেনি।

(iv) অপরাধের সঙ্গে এ-২-কে যুক্ত করার একমাত্র প্রমাণ হল বিচারের সময় পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর বিবৃতি (ঘটনার প্রায় ৭ বছর পরে) যে এ-১ ছিল দুর্ভাগ্যজনক দিনে এ-১-এর সঙ্গে থাকা অন্য ব্যক্তি;

(v) পিডব্লিউ৩ বা পিডব্লিউ৪-এর জবানবন্দিতে এমন কিছু নেই যে এ২ কখনও মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছে; এবং

(vi) এ-২ দেখানোর জন্য অন্য কোনও প্রমাণ নেই মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে।

হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ে, এ-২-এর পরিচয় বা ঘটনায় তার ভূমিকা সম্পর্কে কোনও আলোচনা নেই। ঘটনার সময় এ-আই-এর সাথে এ-২-এর উপস্থিতি বা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত ঘটনায় এ-২-এর ভূমিকা প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ সম্পর্কে কোনও আলোচনা ছাড়াই, হাইকোর্ট আইপিসি ধারা ৩৪-এর সাথে পঠিত ধারা ৩০৪ পার্ট-২-এর অধীনে এ-২-এর বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩১] [৪৯৬-বি-এইচ; ৪৯৭-এ-সি।

১.৪ হাইকোর্ট হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, এ-২ ধারা ৩৪ আইপিসি-র সঙ্গে পঠিত ধারা ৩০৪ পার্ট-২-এর অপরাধে দোষী। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত যে, এ-২ ধারা ৩২৩ আইপিসি-র অধীনেও অপরাধের জন্য দোষী, তা উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমানভাবে অস্থিতিশীল, বিশেষ করে এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে, অপরাধের সময় এ-১-এর সঙ্গে তার উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। পিডব্লিউ ৩ ও ৪-এর প্রমাণের ভিত্তিতে এ-২-কে দোষী সাব্যস্ত করা নিরাপদ নয়। অতএব, এ-২ সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হয়েছে।

২.১ মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্য এ-১-কে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, এটি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে (i) রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী তিনি মৃত ব্যক্তির উপর মুষ্টিযুদ্ধ করেছিলেন; এবং (ii) মুষ্টিযুদ্ধের ফলে হওয়া আঘাতগুলি মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

২.২ এ-১ যে মৃত ব্যক্তিকে মুষ্টিযুদ্ধ করিয়েছে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিল যারা দাবি করেছিল যে তারা মৃত ব্যক্তির দ্বারা চালিত গাড়িতে ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তির সাথে ভ্রমণ করছিল এবং তাই ঘটনার সাক্ষী ছিল। দায়রা আদালত পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণকে মূলত দুটি ভিত্তিতে অবিশ্বাস করেছিল, প্রথমত যে পিডব্লিউ ৩ এবং পিডব্লিউ ৪-এর প্রমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত ছিল এবং দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা প্রমাণ পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর সাক্ষ্যকে সমর্থন করে না। অন্যদিকে, হাইকোর্ট পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে দায়রা আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়নি। [অনুচ্ছেদ ৩৫] [৪৯৮-ডি-ই]

২.৩ পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত এই বিষয়টি বিতর্কিত নয়। এই ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব নিজেই পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণকে অবিশ্বস্ত করে না। সুপ্রিম কোর্ট বারবার এই রায় দিয়েছে এবং এও বলেছে যে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীরা প্রকৃত অপরাধীদের দোষমুক্ত করে নির্দোষ বনামদের জড়িত করার সম্ভাবনা কম।

২.৪ পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ দায়রা আদালতে তাদের সাক্ষ্যে বলেছে যে তারা মৃত ব্যক্তির দ্বারা চালিত একটি মারুতি গাড়িতে দুর্ভাগ্যজনক দিনে মৃত ব্যক্তির সাথে ভ্রমণ করেছিল। তারা দুজনেই বলেছিল যে এ-১ এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে পথের অধিকার নিয়ে তর্ক হয়েছিল যার ফলে ১ "অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তিকে মুষ্টি মেরে আঘাত করেছিল। তারা তাদের প্রমাণের মধ্যে কোনও অভিযোগ করেনি যে এ-২ মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছিল। তাদের বক্তব্য হল যে তারা যখন মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল, তখন ২" অভিযুক্তরা মুষ্টি মেরে পিডব্লিউ-৩-কে আক্রমণ করেছিল। যদিও, এটি পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণ যে এ-১ মৃত ব্যক্তির উপর মুষ্টি আঘাত করেছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে কেবল দুটি বাহ্যিক আঘাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়-একটি অস্থায়ী অঞ্চলে এবং অন্যটি মৃত ব্যক্তির বাম হাঁটুতে-উভয়ই ঘর্ষণ। পিডব্লিউ-২ অনুসারে, হাঁটুতে ঘর্ষণ, ২টি আঘাত, পতনের ফলাফল হতে পারে। পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর বর্ণনা সত্ত্বেও যা এ-আই করেছিল

মুষ্টিযুদ্ধ (একাধিক আঘাত), মুষ্টিযুদ্ধ করার সময় কোনও ব্যক্তি একই সাথে ভুক্তভোগীর মাথা এবং হাঁটুতে লক্ষ্য করার সম্ভাবনা খুব কম। অবশ্যই, এটি সম্ভব যে এ-১ একাধিক মুষ্টিযুদ্ধ আঘাত করেছিল তবে তাদের মধ্যে একটি মৃত ব্যক্তির মাথায় পড়েছিল এবং অন্যরা লক্ষ্যটি মিস করেছিল। সুতরাং, এ-আই মৃত ব্যক্তির মাথায় একটি আঘাত করেছিল এবং কেউ নিরাপদে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে মৃত ব্যক্তির হাঁটুতে ২ টি আঘাত কোনও রাস্তায় পড়ে যাওয়ার কারণে হয়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষের পরামর্শ নয় যে মৃত ব্যক্তি হাঁটুতে আঘাতের কারণে মারা গিয়েছিলেন। মৃত ব্যক্তির মাথার আঘাতটি পিনা-র উপরের অংশের সংযোগস্থলে বাম অস্থায়ী অঞ্চলের উপর ০.৭৫ এম x ০.৫ সেমি পরিমাপের একটি ঘর্ষণ। মৃত ব্যক্তির বাম অস্থায়ী অঞ্চলে একটি সংশ্লিষ্ট সাবডুরাল রক্তক্ষরণ উপস্থিত রয়েছে।

২.৫ পি. ডব্লিউ-২ (ডাক্তার) ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃতের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও মতামত দেননি। এটি লক্ষণীয় যে পি. ডব্লিউ-২-এর অভিমত ছিল যে আঘাতগুলি প্রাক-ময়নাতদন্ত প্রকৃতির এবং একটি ভোঁতা অস্ত্রের কারণে হয়েছিল। প্যাথলজিস্ট একটি প্রতিবেদন দিয়েছিলেন যেখানে মৃত ব্যক্তির হৃদয়ের অবস্থার মধ্যে প্রচুর অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা গেছে। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে, প্যাথলজি রিপোর্টের মোট বা মাইক্রোস্কো প্রাপ্তিতে প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ কোনও প্যাথলজি লক্ষ্য করেননি, পিডব্লিউ-পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে আরও মতামত নেওয়া প্রয়োজন বলে মতামত পাওয়া যায়। তাই তিনি সিভিল সার্জন, পাতিয়ালাকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেন যে মামলাটি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, সরকারি মেডিকেল কলেজ, পাতিয়ালার কাছে পাঠানো হোক। পাতিয়ালার সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ৬ জন সদস্য নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন যার মধ্যে দুজনকে পিডব্লিউ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়। এবং মামলার বিচারে ২ জন। পিডব্লিউ-১ কে উক্ত মেডিকেল বোর্ডের আহ্বায়ক হিসাবে মনোনীত করা হয়। পিডব্লিউ-১ একটি খুব গোপন মতামত (প্রদর্শনী পিএ) দিয়েছে।

২.৬ পি. ডব্লিউ. ২, যিনি ময়নাতদন্ত করেছিলেন, তিনি মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ শনাক্ত করতে পারেননি। তিনি শুধুমাত্র মেডিকেল বোর্ডের মতামত পুলিশের কাছে পাঠিয়েছিলেন। উপরের প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে এটি সাবডুরাল রক্তক্ষরণ যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নয়। যেমনটি অভিযুক্ত সঠিকভাবে উল্লেখ করেছে, এই সিদ্ধান্তের জন্য রেকর্ডের প্রমাণের কোনও ভিত্তি নেই।

যখন প্রদর্শনী পিএ বলে যে মামলার মৃত্যু " এর জন্য দায়ী" মাথার আঘাত এবং হৃদরোগের উপসর্গ ", এই উপসংহারে পৌঁছনোর জন্য যে মৃত্যুর কারণ শুধুমাত্র রক্তক্ষরণ এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নয়, এটি রেকর্ড করা প্রমাণের বিপরীত। অন্যদিকে এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্যাথলজিস্ট রিপোর্ট করেছেন যে তিনি" স্থূল বা মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন "-এ মস্তিষ্কে কোনও প্যাথলজি লক্ষ্য করেননি। পিডব্লিউ-২, যিনি ময়নাতদন্ত পরীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন, প্যারিয়েটাল অঞ্চলে সাবডুরাল রক্তক্ষরণ বিদ্যমান ছিল তা ছাড়া রক্তক্ষরণের কোনও বিবরণ দেননি। তিনি ক্রস পরীক্ষায় স্বীকার করেছেন যে তিনি রক্তক্ষরণের মাত্রা বা আকার উল্লেখ করেননি। [প্যারাস ৫৩,৫৪] ® ১৫০৬-বি, ডি, ই-এফ]

২.৭ পি. ডব্লিউ-১ ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি সম্পর্কিত একটি পাঠ্যপুস্তকেরও লেখক। বইয়ের বিবৃতি থেকে এটি উপরের বিবৃতি থেকে লক্ষ্য করা যায়- (i) সাবডুরাল রক্তক্ষরণ মস্তিষ্কের সংকোচন একটি বড় সাবডুরাল রক্তক্ষরণের কারণে ঘটে যা মৃত্যুর কারণ হয়; এবং (ii) প্রায় ১০০-১৫০ মিলি রক্তক্ষরণ সাধারণত মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত সর্বনিম্ন। (প্রদর্শনী পি এ)-তে দেওয়া বিবৃতি এবং পি ডাব্লিউ ১-এর প্রমাণ যে মাথার আঘাত নিজেই প্রকৃতির সাধারণ কোর্সে মৃত্যুর কারণ হতে পারে তা নিছক ইপিস ডিক্সিট, -এর আয়তন সম্পর্কিত কোনও নির্দিষ্ট বিবরণ নয়। জুবডুরাল রক্তক্ষরণের রেকর্ড পাওয়া যায় না, বা কোনও মেডিকেল স্পিনিয়ন পাওয়া যায় না যে সাবডুরাল রক্তক্ষরণ মস্তিষ্কের সংকোচন ঘটায় যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়। মস্তিষ্কের কোনও সহগামী আঘাতের কোনও প্রমাণ নেই। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং পি. ডব্লিউ২-এর প্রমাণ এই বিষয়ে নীরব। প্যাথলজিস্টের প্রতিবেদনটি কোনও প্যাথলজি এবং মস্তিষ্কের অনুপস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট। রেকর্ডের প্রমাণ হিসাবে, হাইকোর্টের উপসংহার যে মৃতের মৃত্যু সাবডুরাল রক্তক্ষরণের কারণে হয়েছে তবে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে নয়, এটি রেকর্ডের কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয় এবং এটি একটি খাঁটি অনুমান। প্রথম অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়া বজায় রাখা কঠিন এবং এটি পাশাপাশি সেট করা হয়। কারণ ও একজন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত নরহত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে, মূল সত্যটি ০ প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যে অভিযুক্তই মৃত্যুর কারণ। তবে, উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, মৃতের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে চিকিৎসা প্রমাণ একেবারে অনিশ্চিত।

২.৮ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সত্য হল যে আমি মৃত ব্যক্তির মাথায় একটি মুষ্টি আঘাত করেছিলাম। কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি, অভিযুক্ত এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে কোনও অতীত শত্রুতা ছিল না। এগুলি সমস্ত পথের অধিকার নিয়ে বিতর্ক দিয়ে শুরু হয়েছিল যার ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল, যা এই দেশে একটি খুব সাধারণ দৃশ্য। আপাতদৃষ্টিতে, অভিযুক্ত এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে কিছু মৌখিক বিনিময় হয়েছিল, এটি রেকর্ড থেকে স্পষ্ট নয় যে তাদের দ্বারা বলা শব্দগুলি ঠিক কী ছিল তা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছাড়া যে তারা উভয়ের দ্বারা কিছু অসংযত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং কে বিনিময় শুরু করেছিল তা স্পষ্ট নয়।

২.৯ প্রথম অভিযুক্তকে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা যাবে না। অতএব, রায়টি বাতিল করে দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী বাতিল করা হবে। 'রেকর্ডের উপাদানগুলি একমাত্র সম্ভাব্য উপসংহারে নিয়ে যায় যে প্রথম অভিযুক্ত স্বেচ্ছায় আইপিসি ধারা ৩২৩ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করেছে।

২.১০ আই. পি. সি-র ৩২৩ ধারায় এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান করা হয়েছে। মামলার পরিস্থিতিতে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে যে (১) ঘটনাটি ৩০ বছরের পুরনো; (২) অভিযুক্ত ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে অতীতে কোনও শত্রুতা ছিল না; (৩) অভিযুক্ত কোনও অস্ত্র ব্যবহার করেনি; এবং (৪) যে প্রেক্ষাপটে এটি ঘটেছে, সেই প্রেক্ষাপটে (১) অর্থদণ্ড আরোপের শাস্তি এই মামলায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণ করবে।

মোহন সিং এবং আরেকটি বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৭৪: [১৯৬২] সম্পূরক. এস. সি. আর ৮৪৮; রিকান বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য (২০০৩) ২ এস. সি. সি ৬৬১: [২০০৩] ১ এস. সি. আর ৪৫৭; দলীপ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৩ এস. সি ৩৬৪: [১৯৫৪] এস. সি. আর ১৪৫-উল্লিখিত।

টেক্সটবুক অফ ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি প্রিন্সিপলস অ্যান্ড প্র্যাকটিস, ৬ * সংস্করণ, কৃষ্ণ ভি এলসেভিয়ার; স্মিথ বিচারপতি সি. এবং হোগান ব্রায়ান, দ্য এলিমেন্টস অফ ক্রাইম ইন ক্রিমিনাল ল ৫® সংস্করণ, ইএলবিএস ১৯৮৩-উল্লিখিত।

মামলার প্রসঙ্গ

১৯৬২	সম্পূরক এস.সি.আর ৮৪৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২১
২০০৩	১ এস.সি.আর ৪৫৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩৮
১৯৫৪	এস.সি.আর ১৪৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩৮

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৭ সালের ৫৮ নং ফৌজদারি আপিল।

২০০০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬৪৫-ডিবিএ এবং ২০০০ সালের সিআরএল বিবিধ নং ১৮৫-এমএ-তে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ০১.১২.২০০৬ এবং ০৬.১২.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে

২০০৭ সালের ৬০ ও ৫৯ নম্বর ফৌজদারি আপিলের সঙ্গে।

আর বসন্ত, আর. এস. চিমা, রজনীত কুমার, সিদ্ধার্থ লুথরা, নীধেশ গুপ্ত, প্রবীণ উকিল, শ্রীমতী তারান্নুম চিমা, এ কার্তিক, সুদর্শন সিং রাওয়াত, শ্রীমতী হীরাল গুপ্ত, শ্রীমতী স্মৃতি সুরেশ, শ্রীমতী পূজা তিওয়ারি, সুদর্শন সিং রাওয়াত, সুধীর ওয়ালিয়া শ্রীমতী নিহারিকা আলহুওয়ালিয়া, নিতিন সালুজা, অভিষেক আত্রে, কুমার বৈভব, শ্রীমতী অনন্তিকা সিং, সুধীর ওয়ালিয়া, সংগ্রাম এস. সরন, বেনান্ত নূর সিং, শ্রীমতী জসপ্রিত গোগিয়া, বৃতি গুজরাল, পুনিত ভার্শনি, শ্রীমতী রূপম রাই, শুভম ভাল্লা, শ্রীমতী জ্যোতি মেন্দিরত্তা, আইনজিবিরা।

'আদালতের রায়টি দ্বারা প্রদান করেছিল

চেলামেশ্বর, বিচারপতি- ১. পাঞ্জাব রাজ্যের পাতিয়ালা জেলার "কোতোয়ালি" পুলিশ স্টেশনের সাব-ইন্সপেক্টর কাকা সিং (পি. ডব্লিউ. এস) শ্রী জসবিন্দর সিং-এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পিডব্লিউ৩)। এফআইআর-এর বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, যে ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত গুমাম সিং-এর মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়েছিল, তা সম্ভবত গুমাম সিং-এর মৃত্যুর ঘটনা ছাড়া আর একটি সড়ক ক্ষোভের ঘটনা হতে পারে। এফআইআর অনুসারে, রাত প্রায় ১২.৩০ পাতিয়ালা শহরের স্টেট সান্কের সামনে বাটিয়ান ওয়ালা চকের ট্র্যাফিক লাইটে একটি ঘটনা ঘটে। জসবিন্দর সিং (পিডব্লিউ৩), অবতার সিং (পিডব্লিউ৪) এবং মৃত গুরনাম সিং মৃত ব্যক্তির দ্বারা চালিত মারুতি কার নং সি এইচ আই ৮৪২২-এ ভ্রমণ করছিলেন। এখানে উভয় অভিযুক্তই গাড়িতে নং পি এ ডি ৬০৩০-এ ভ্রমণ করছিলেন। অভিযুক্ত এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে রাস্তার ডানদিকে একটি বিরোধ দেখা দেয়, এই প্রক্রিয়ায় প্রথম অভিযুক্ত যিনি

কিছু খ্যাতিসম্পন্ন এক ক্রিকেটার তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মৃত ব্যক্তিকে তার গাড়ি থেকে টেনে বের করে মুষ্টিযুদ্ধ করে। পিডব্লিউ৩ হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করলে দ্বিতীয় অভিযুক্ত গাড়ি থেকে নেমে পিডব্লিউ৩-কে মুষ্টিযুদ্ধ করে। এরপরে, তারা মৃত ব্যক্তির গাড়ির চাবি সরিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪ একটি রিকশা থেকে 'অচেতন অবস্থায়' থাকা গুরম সিংহকে নিয়ে যায়, যা রাজেন্দ্র হাসপাতাল নামে পরিচিত, যেখানে চিকিৎসকরা ঘোষণা করেন যে গুরনাম সিং মারা গেছেন।

২. এরপরে, পিডব্লিউ৩ থানায় যায় (পিডব্লিউ৪ হাসপাতালে রেখে) এবং এফআইআর দায়ের করে।

৩. প্রথম অভিযুক্ত এবং নাম প্রকাশ না করা দ্বিতীয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (এখন থেকে "আইপিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হবে) এর ৩০৪/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৪. প্রায় ৩টা নাগাদ, পিডব্লিউএস পিডব্লিউ ৩ সহ রাজেন্দ্র হাসপাতালে পৌঁছেছিল। পিডব্লিউএস তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিল, যা পিডব্লিউ ৩ এবং পিডব্লিউ ৪ দ্বারা সত্যায়িত হয়েছিল। গুরুনাম সিং-এর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষা। প্রায় ৩টা ৩০ মিনিটে, পিডব্লিউ ৩ পিডব্লিউএস-এর কাছে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল যেখানে পিডব্লিউএস রুফ সাইট প্ল্যান প্রস্তুত করেছিল। বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে, পিডব্লিউ ২ দ্বারা মৃতদেহের উপর ময়নাতদন্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল। এফআইআর-এর একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণ করেছিলেন প্রায় ৫টা ৩০ মিনিটে।

৫. পিডব্লিউ২ ডাঃ জতিন্দর কুমার সাদানা, যিনি 'ময়নাতদন্ত পরীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন, দুটি বাহ্যিক এবং একটি অভ্যন্তরীণ আঘাত রেকর্ড করেছেন'

১) পিনার উপরের অংশের নির্দেশে বাম অস্থায়ী অঞ্চলে উপস্থিত ০.৭৫ ওম x ০.৫ সেমি ঘর্ষণ।

২) বাম হাঁটুর সামনের দিকে ০.৫ সেমি ঘর্ষণ এবং বাম অস্থায়ী অঞ্চলে উপস্থিত সাবডুরাল হেমর্টেজ।

পিডব্লিউ২ নথিভুক্ত করেছে যে আঘাতগুলি প্রাক-ময়নাতদন্ত প্রকৃতির এবং "ভোঁতা অস্ত্র" দ্বারা সৃষ্ট। তিনি মতামত দিয়েছেন যে গুরুনামের মৃত্যুর কারণ কেবল প্যাথলজিস্টের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই দেওয়া যেতে পারে। প্যাথলজিস্টের রিপোর্ট ০৯.০১.১৯৮৯ পিডব্লিউ২ যথাযথ সময়ে পেয়েছিল। প্যাথলজিস্টের রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও, পিডব্লিউ২, গুরুনাম সিংয়ের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট মতামত দিতে সক্ষম হয়নি। তিনি,

[১] এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে যদিও এফআইআরে প্রথম অভিযুক্তের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে দ্বিতীয় অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাকে কেবল একজন ক্লিন শেভেন ম্যান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

অতএব, পাতিয়ালার সিভিল সার্জনকে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই মামলাটি পাতিয়ালার সরকারি মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত অনুরোধের জবাবে, পাটিয়ালার সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে পিডব্লিউ১ ডাঃ কৃষ্ণ ভিজ এবং পিডব্লিউ২ সহ ছয় সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। পিডব্লিউ১-কে এখানে বোর্ডের আহ্বায়ক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. এরপরে, এস. এইচ. ও পুলিশ স্টেশন "কোতোয়ালি" এবং পি. ডব্লিউ. ২-এর মধ্যে কিছু চিঠিপত্র হয়েছিল। এস. এইচ. ও গুরুনামের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা মতামত পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সিং। পি. ডব্লিউ ২ এই বলে আরও কোনও মতামত দিতে অস্বীকার করেছে যে "আঘাতটি মুষ্টিযুদ্ধের কারণে হতে পারে কিনা, এই ধরনের কোনও ব্যাখ্যা আদালতে দেওয়া হবে।"

৭. উপরোক্ত তথ্যের প্রেক্ষাপটে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (এরপরে "সিআরপিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৭৩ এর অধীনে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন (চার্জশিট) তারিখের (০৬.০৩.১৯৮৯) আইপিসি ধারা ৪০৪ এর অধীনে (অর্থাৎ এটি প্রস্তুতির ৪ মাস পরে) আইপিসি ধারা ৪০৪ এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, শুধুমাত্র প্রথম অভিযুক্তকে খালাস দেওয়া দ্বিতীয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। ১৩ অক্টোবর ১৯৮৯-এ, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পাতিয়ালা দ্বারা মামলাটি দায়বদ্ধ করা হয়েছিল, যার ফলে দায়রা মামলা নং ৭৯ ৮৯ নিবন্ধিত হয়েছিল। দায়রা মামলা নং ৭৯-এ ধারা ৩০৪ পার্ট-১ আইপিসির অধীনে এ২-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। বিচার চলাকালীন, দায়রা আদালত পিডব্লিউ ৩-এর প্রমাণ নথিভুক্ত করার পরে, প্রথম অভিযুক্তকেও ৩১৯ সিআরপিসি ধারার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিচারের জন্য তলব করার জন্য তার ১ নম্বর তারিখের আদেশ দ্বারা উপযুক্ত বলে মনে করেছিল।

৮. ইতিমধ্যে, ২২.০৭.১৯৮৯-এ, পিডব্লিউ৩ উভয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসি-র ৩৪ ধারার সাথে পঠিত ৩০২/৩২৪/৩২৩ ধারার অধীনে অপরাধ করার জন্য একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের করেছে। আলকে উক্ত মামলায় ০৩.০৯.১৯৯৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে তলব করা হয়েছিল। বারবার মুলতুবির পরে, [যে কারণগুলির জন্য বর্তমানে প্রয়োজন নেই], উভয় মামলাগুলি ২০.০৮.১৯৯৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে একত্রিত করা হয়েছিল।

৯. ২০.০৮.১৯৯৪-এ, উভয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, এফআইআর নং ২৪৪ থেকে উদ্ভূত মামলায় উভয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩০৪-এর অংশ-১-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। প্রথম অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩০২/৩৪-এর অধীনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। আইপিসি ধারা ৩২৩/৩৪-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল।

পিডব্লিউ৩-কে আঘাত করার জন্য উভয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। উভয় মামলাই ২০.০৮.১৯৯৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে একত্রিত করা হয়েছিল।

১০. অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ পাঁচজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে এবং বিভিন্ন নথি প্রদর্শন করে। পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪ এই অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী বলে জানা গেছে। পিডব্লিউ১ এবং পিডব্লিউ২ হলেন ডাক্তার, যাঁরা গুরনাম সিংহের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত। পিডব্লিউএস হলেন উপ-পরিদর্শক, যিনি এফআইআর নথিভুক্ত করেছেন।

১১. অভিযুক্তরা তাদের পক্ষে একজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিল অর্থাৎ ডি. ডব্লিউ. আই. রঘবীর সিং।

১২. ট্রায়াল কোর্ট রেকর্ড করেছে যে[৩],

'যে, গুরনাম সিং-এর মৃত্যু সাবডুরাল হেমোরেজ-এর কারণে হয়নি, বরং এটি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ছিল;

যে, গরম সিং হঠাৎ কার্ডিয়াক অ্যাটাকের শিকার হন যার কারণে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং বাম অস্থায়ী অঞ্চলে আঘাত পান যা সাবডুরাল রক্তক্ষরণের কারণ হয়;

যে, এটা নিশ্চিত নয় যে কী সময়ে গুরুনাম সিং মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হিংসার কারণে হয়নি;

জসবিন্দর সিং (পিডব্লিউ৩) বা অবতার সিং (পিডব্লিউ৪) কেউই সত্যবাদী নন।

সাক্ষী কারণ তাদের এর কোনও প্রমাণ নেই বলে মনে হয় সুনাম সিং-এর সঙ্গে উপস্থিতি।

এবং, অতএব, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে মামলাটি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এখানে উভয় অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছে।

[২] প্রদর্শনী পিএইচ হিসেবে তদন্ত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী পিটি হিসেবে সাইট প্ল্যান; কিছু নিবন্ধের পুনরুদ্ধার স্মারক প্রদর্শনী পিইউ হিসেবে; প্রদর্শনী পিভি হিসেবে রোগ বিশেষজ্ঞের ফলাফল সংগ্রহের আবেদন; এফআইআর প্রদর্শনী পিকিউ; প্রদর্শনী ডিসি হিসেবে পিডব্লিউ৩ জসবিন্দর সিং-এর বিবৃতি; প্রদর্শনী ডিজি, প্রদর্শনী ডিডি,

প্রদর্শনী ডিই হিসেবে পিডব্লিউ৪ অবতার সিং-এর বিবৃতি; প্রদর্শনী ডিএইচ হিসেবে সিআরপিসির ধারা ১৭৩ এর অধীনে প্রতিবেদন।

[৩] পাতিয়ালার সেশন জজের রায় দেখুন, সি.এস. নং. ৭৯/১৮.৮.৯৪/২০.৮.৯৪ তারিখ ২২.৯.১৯৯৯

অনুচ্ছেদ ৪১

"অতএব, চিকিৎসাগত প্রমাণ প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার কোনও সমর্থন দেয় না। অধিকন্তু, গুরনাম সিং-এর মৃত্যু সাবডুরাল রক্তক্ষরণের কারণে হয়নি, বরং এটি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নিশ্চিত করা আকস্মিক হৃদরোগের একটি ঘটনা ছিল। গুরনাম সিং-এর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং বাম টেম্পোরাল অঞ্চলে এবং বাম হাঁটুতে ঘর্ষণ পান। পূর্বের আঘাতের ফলে সাবডুরাল রক্তক্ষরণ হয়। গুরনাম সিং কখন মারা গেছেন তা নিশ্চিত নয়, তবে তার মৃত্যু সহিংসতার কারণে হয়নি। জসবিন্দর সিং বা অবতার সিং কেউই সত্যবাদী সাক্ষী নন কারণ গুরনাম সিং-এর সাথে তাদের উপস্থিতির কোনও সমর্থন নেই বলে মনে হয়।"

১৩. রাজ্য এবং অভিযোগকারী দ্বারা উচ্চ আদালতে দুটি আবেদনে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল, উচ্চ আদালত খালাস বাতিল করে এবং উভয় অভিযুক্তকে ৩০৪ ধারা-২ এবং ৩০৪ ধারা-২ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে যা যথাক্রমে আইপিসি ৩৪ ধারার সাথে পড়ে যা গুরনাম সিংয়ের মৃত্যু ঘটায়। উপরোক্ত ছাড়াও, এ-২ কে পিডব্লিউ ৩, কে আঘাত করার জন্য আইপিসি ধারা ৩২৩ এর অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

১৪. অতএব, এই তিনটি আপিল-রূপিন্দর সিং সান্ধু (এ-২) দ্বারা দায়ের করা ২০০৭ সালের ফৌজদারি আপিল (নং ৫৮); নভজ্যোত সিং সিধু (এ-১) দ্বারা দায়ের করা ২০০৭ সালের ফৌজদারি আপিল (নং ৫৯); এবং শ্রী জসবিন্দর সিং (পিডব্লিউ৩) দ্বারা দায়ের করা ২০০৭ সালের ফৌজদারি আপিল (নং ৬০),

১৫. এ-১ এবং এ-২-এর পক্ষে যথাক্রমে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর এস চিমা এবং শ্রী আর বসন্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃত অভিযোগকারীর (পিডব্লিউ ৩ জসবিন্দর সিং) পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা এবং শ্রী রঞ্জিত কুমার। পিডব্লিউ ৩ জসবিন্দর সিংয়ের দায়ের করা আবেদনে এ-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নিদেশ গুপ্ত। রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী শ্রী সংগ্রাম এস সারন।

১৬. উপরে উল্লিখিত প্রত্যেক যোগ্য প্রবীণ পরামর্শদাতার দ্বারা আমাদের সামনে প্রচুর জমা দেওয়া হয়।

১৭. অভিযুক্তদের পক্ষে তিনজন বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলির জমা দেওয়া কিছু সাধারণ। সংক্ষেপে বলা হয়েছে সেগুলি হলঃ-

i. অর্থাৎ, বিচারিক আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত খালাসের উপসংহারে আপিল আদালত হস্তক্ষেপ করবে না, যদি না হস্তক্ষেপের জন্য জোরালো কারণ থাকে;

ii. হাতে এমন কোনও পরিস্থিতি নেই যা ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা রেকর্ড করা খালাসের উপসংহারে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয়;

iii. শুধুমাত্র রেকর্ডের উপাদানের উপর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া সম্ভব বলে, আপিল আদালত খালাসের সিদ্ধান্তকে বিপরীত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত নয় এবং এই ক্ষেত্রে ঠিক যা ঘটেছিল; এবং

iv. ট্রায়াল কোর্টের এই সিদ্ধান্ত যে পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪ সত্যবাদী সাক্ষী নয়, তা যুক্তিসঙ্গত যুক্তির উপর ভিত্তি করে। উচ্চ আদালত কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নথিভুক্ত করেনি যা প্রমাণ করে যে ট্রায়াল কোর্টের উপসংহার স্পষ্টভাবে অবৈধ;

১৮. উভয় অভিযুক্তের পক্ষে সাধারণভাবে উল্লিখিত জমা দেওয়া ছাড়াও এটি এ-আই-এর পক্ষে জমা দেওয়া হয়েছিলঃ-

i) রেকর্ডে থাকা চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণগুলি পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪-এর প্রমাণকে সমর্থন করে না, যা পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪-কে অবিশ্বাস করার জন্য ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা হয়েছে। উচ্চ আদালত ট্রায়াল কোর্টের মতামতকে বিপরীত করার জন্য কোনও জোরালো কারণ রেকর্ড করেনি; এবং

ii) রেকর্ডে থাকা চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতামত স্পষ্টভাবে গুমাম সিং-এর মৃত্যুর সঠিক কারণ স্থাপন করে না। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতামতের অভাবে, আইপিসি-র ২৯৯ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত নরহত্যার অপরাধের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান, এটি বলা যায় না যে এ-আই দ্বারা সৃষ্ট বলে অভিযোগ করা শারীরিক আঘাতের ফলে গুরনামের মৃত্যু হয়েছে গুরনাম সিং।

১৯. দ্বিতীয় অভিযুক্তের পক্ষ থেকে অতিরিক্তভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে রাষ্ট্রপক্ষকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে (i) যে এ-২ এ-আই-এর সাথে উপস্থিত ছিল এবং ঘটনায় অংশ নিয়েছিল, এবং (ii) তার অংশগ্রহণের সঠিক প্রকৃতি, এবং (iii) তিনি আইপিসি ২৯৯ ধারার অধীনে একটি অপরাধ করার জন্য এ-আই-এর সাথে একটি সাধারণ অভিপ্রায় ভাগ করে নিয়েছিলেন।

উপরের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রেকর্ডে একেবারেই কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। হাইকোর্ট উপরোক্ত প্রশ্নগুলির কোনওটিই পরীক্ষা করেনি বা এ-২-এর সাথে সম্পর্কিত ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্তকে বিপরীত করার কোনও কারণও দেয়নি।

২০. "একজন ব্যক্তিকে কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করার আগে, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে সাধারণত প্রমাণ করা প্রয়োজন যে ফৌজদারি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি তার আচরণের কারণে ঘটেছে এবং এই আচরণটি একটি নির্ধারিত মানসিক অবস্থার সাথে ছিল। ঘটনা বা পরিস্থিতি সাধারণত অ্যাক্টাস রিউস এবং মনের অবস্থা, অপরাধের পুরুষ কারণ বলা হয়। এই উভয় উপাদানকেই রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হবে।"[৪]

২১. উভয় অভিযুক্তই ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারার অধীনে নির্ধারিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং এ-১ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে

[৪] স্মিথ জে.সি. এবং হোগান ব্রায়ান, ফৌজদারি আইনে অপরাধের উপাদান (৫ম সংস্করণ ই এল বি এস ১৯৮৩) পৃষ্ঠা ২৯

সরলভাবে বলতে গেলে, এ-২-কে আই. পি. সি-র ৩৪ ধারার সাহায্যে সেই অপরাধের জন্য আপাতদৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। অভিযোগটি হল যে তারা প্রয়োজনীয় পুরুষ অধিকার সহ তাদের আচরণের দ্বারা গুমাম সিং-এর মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং এই ধরনের আচরণ আই. পি. সি-র ২৯৯ ধারার অধীনে নির্ধারিত অপরাধ গঠন করে।

২২. প্রশ্ন হল, যে অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের বিচার করা হয়েছে, সেগুলির জন্য অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়েছে বলে হাইকোর্টের রায় দেওয়ার অধিকার আছে কি না? আই. পি. সি-র ৩৪ ধারার সহায়তায় অভিযুক্তদের মধ্যে যে কোনও একজনকে আই. পি. সি-র ২৯৯ ধারার অধীনে কোনও অপরাধের জন্য সহজ বা পরোক্ষভাবে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, এটি প্রমাণ করা প্রয়োজন যে দুই অভিযুক্তের প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনায় অংশ নিয়েছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন যার ফলে গুরনাম সিং-এর মৃত্যু হয়েছিল।

২৩. অবিসংবাদিত সত্যটি হল যে গুমাম সিংকে সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনে রাত ২ টার দিকে রাজেন্দ্র হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষ (এফআইআর) অনুসারে, গুরনাম সিং রাত ১ টার দিকে এ-আই থেকে মুষ্টিবদ্ধ আঘাত পেয়েছিলেন এবং অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। এ-২ দ্বারা গুরনাম সিংয়ের উপর যে কোনও শারীরিক আক্রমণের বিষয়ে এফআইআর সুস্পষ্টভাবে নীরব,

ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারার অধীনে দুই অভিযুক্তের মধ্যে যে কোনও একজনকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, এটি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, 'শারীরিক আক্রমণ এবং তার ফলে হওয়া আঘাতের ফলস্বরূপ' গুরুনাম সিং মারা গিয়েছিলেন। আমরা গুয়াম সিংয়ের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত চিকিৎসা প্রমাণের পরীক্ষা আপাতত পিছিয়ে দেব এবং এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাব যে মৃত্যুটি তার প্রাপ্ত আঘাতের ফলস্বরূপ হত্যাকাণ্ড ছিল। প্রশ্ন হল-কে আঘাত করেছিল?

২৪. রাষ্ট্রপক্ষ অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে উল্লিখিত পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণের মাধ্যমে অপরাধে অভিযুক্ত উভয়ের উপস্থিতি, পরিচয় এবং অংশগ্রহণ প্রমাণ করতে চেয়েছিল। তারা তাদের প্রমাণের মধ্যে জোর দিয়েছিল যে তারা মৃত ব্যক্তির সাথে দুর্ভাগ্যজনক দিনে ভ্রমণ করছিল এবং ঘটনার সাক্ষী ছিল। তবে, ট্রায়াল কোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তাদের মধ্যে কেউই "সত্যবাদী সাক্ষী" নয় কারণ "গুমাম সিংয়ের সাথে তাদের উপস্থিতির কোনও প্রমাণ নেই বলে মনে হয়। ট্রায়াল কোর্টের উপসংহার নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

[৫] দেখুন এআইআর ১৯৬৩ এস সি ১৭৪ অনুচ্ছেদ ১৩ - মোহন সিং এবং অন্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য

i. উভয় সাক্ষী (পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪) একে অপরের এবং মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত;

ii. যদিও ঘটনাটি পাতিয়ালা শহরের একটি খুব ব্যস্ত স্থানে দিনের আলোয় ঘটেছিল, তবে পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪-এর প্রমাণকে সমর্থন করার জন্য কোনও স্বাধীন সাক্ষীকে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি;

iii.পুলিশ ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তি এবং পিডব্লিউ ৩ ও ৪ যে গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন তা বাজেয়াপ্ত করেনি বা পুলিশ দ্বারা প্রস্তুত ঘটনাস্থলের সাইট প্ল্যান গাড়ির উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়নি;

iv. ঘটনার সময় অভিযুক্তরা যে গাড়িতে ভ্রমণ করছিল তার সংখ্যা এবং অভিযুক্তদের মধ্যে কে উক্ত গাড়ি চালাচ্ছিল সে সম্পর্কে পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ উভয়ের প্রমাণের মধ্যে অসঙ্গতি ছিল। প্রমাণ হিসাবে তাদের দেওয়া নম্বর এবং চালকের নাম এফআইআরে দেওয়া নম্বর এবং চালকের নামের মতো নয়;

v. রাষ্ট্রপক্ষের সংস্করণ যে পিডব্লিউ৩ আহত সাক্ষী ছিল তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটি কেবল প্রমাণ তৈরির একটি প্রচেষ্টা যে পিডব্লিউ৩-ও উপস্থিত ছিল এবং অভিযুক্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল; এবং

vi. যদিও সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তারা দুর্ভাগ্যজনক দিনে মৃত সিংয়ের সাথে ছিলেন এবং কিছু নগদ টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলেন, তবে সাক্ষীদের বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য চেক বুক ইত্যাদির মতো কোনও সমর্থনকারী উপাদান রেকর্ডে রাখা হয়নি,

২৫. অন্যদিকে, হাইকোর্ট রায় দেয়-(i) পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪ উভয়ই ঘটনা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে সাক্ষ্য দেয়, (ii) অভিযুক্তদের মিথ্যাভাবে জড়িত করার জন্য অভিযুক্তদের সাথে তাদের কোনও অতীত শত্রুতা ছিল না, এমনকি জেরা করার সময় পিডব্লিউ৩ এবং ৪-এর কাছে এমন কোনও উদ্দেশ্যের অস্তিত্বের পরামর্শও দেওয়া হয়নি; এবং (iii) অভিযুক্তরা যে গাড়িতে ভ্রমণ করছিল এবং অভিযুক্তদের মধ্যে কে গাড়ি চালাচ্ছিল সে সম্পর্কে অসঙ্গতিগুলি গুরুত্বহীন। অতএব, হাইকোর্ট মতামত দেয় যে তারা বিশ্বস্ত সাক্ষী।

২৬. অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে আমাদের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে; রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, গুর্ণম সিংকে -এর ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পিডব্লিউ ৩ এবং পিডব্লিউ ৪ দ্বারা রিকশার হাসপাতালে ঘটনা। রিকশাচালককে পরীক্ষা করা হয়নি বা হাসপাতালের কোনও রেকর্ডই প্রমাণিত হয়নি যে পিডব্লিউ ৩ এবং পিডব্লিউ ৪ গুমাম সিংয়ের সাথে রাজেন্দ্র হাসপাতালে গিয়েছিল। পিডব্লিউ ৩ এবং পিডব্লিউ ৪-এর প্রমাণের সত্যতা মূল্যায়নে ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা লক্ষ্য করা অন্যান্য বিভিন্ন অসঙ্গতি সহ উক্ত তথ্যগুলি এই ধরনের প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা অত্যন্ত অনিরাপদ করে তোলে।

২৭. নথিভুক্ত বিষয়বস্তু এবং জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করে, আমাদের অভিমত হল যে দুই অভিযুক্তের প্রত্যেকের মামলা আলাদাভাবে বিবেচনা করা উচিত।

২৮. আমরা প্রথমে দ্বিতীয় অভিযুক্ত রূপিন্দর সিং সান্ধুর মামলাটি নিয়ে আলোচনা করব কারণ, আমাদের মতে, অভিযুক্তের পক্ষে করা কোনও সাধারণ জমা দেওয়া পরীক্ষা না করেই তার মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে

২৯. হাইকোর্টের পুরো রায়ে মাত্র দুটি রয়েছে। বাক্য যা দ্বিতীয় অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে। হাইকোর্টের রায়ে কোনও যুক্তি নেই যে তদন্ত চলাকালীন কোন সময়ে এ-২-কে দুর্ভাগ্যজনক দিনে এ-১-এর সাথে ভ্রমণকারী অন্য ক্লিন শেভড ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং বিচারের সময় পিডব্লিউ-৩ এবং ডব্লিউ-৪-এর বিবৃতি (ঘটনার ৭ বছর পরে দেওয়া) ব্যতীত কোন প্রমাণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, এটি দুর্ভাগ্যজনক যে হাইকোর্ট দায়রা আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা খালাসকে বিপরীত করতে এবং এ-২-কে এই ধরনের তুচ্ছ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আইপিসি ধারা ৩৪-এর সাথে পঠিত ধারা ৩০৪-এর অংশ ২-এর অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছিল। [6]

[৬] (ক) ইতিমধ্যে, জিপসি থেকে আসামী নভজ্যোত সিং সিধু বেরিয়ে আসেন। জসবিন্দর সিং পিডব্লিউ-৩ তাকে চিনতেন কারণ তিনি একজন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। নভজ্যোত সিং সিধু তাদের তিরস্কার করতে শুরু করেন এবং আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেন। জসবিন্দর সিং পিডব্লিউ-৩ এবং অন্যরা তাকে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার না করতে বলেন এবং এরপর নভজ্যোত সিং সিধু গুরনাম সিংকে কলার থেকে ধরে মারুতি গাড়ি থেকে বের করে আনেন। এরপর তিনি গুরনাম সিং-এর ব্যক্তিকে মুষ্টিবদ্ধভাবে আঘাত করেন। একটি আঘাত বাম কানের উপরের অংশে লাগে। রুপিন্দর সিং সান্ধুও জিপসি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং জসবিন্দর সিং পিডব্লিউ-৩-কে আঘাত করেন।

(খ) আমরা এই সত্যটি উপেক্ষা করতে পারি না যে নভজ্যোত সিং সিধু স্বীকার করেছেন যে তিনি হট্টগোল শুনে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। রুপিন্দর সিং সান্ধু তার উপস্থিতি অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তাকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হয়েছে। নভজ্যোৎ সিং সিধুর সহ-কর্মচারীই হতেন সবচেয়ে ভালো 'আসামি' সাক্ষী, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল কেউই এগিয়ে এসে বলেননি যে, ঘটনাটি যখন সংঘটিত হয়েছিল, তখন নভজ্যোৎ সিং সিধু ব্যাংক প্রাঙ্গণে ছিলেন এবং একটি হট্টগোল শুনে তিনি বাইরে চলে যান।

৩০. এ২-এর মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে, আমরা অনুমান করি যে পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনে গুরনাম সিং-এর সঙ্গে ছিলেন এবং ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। মামলার আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এফআইআরে কেবল আল-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঘটনার দ্বিতীয় অংশগ্রহণকারীকে "ক্লিন শেভড ম্যান" বলা হয়েছে। এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি যে ক্লিন শেভড ম্যান গুরনাম সিং-এর শরীরে আক্রমণ বা কোনও আঘাত করেছিলেন। এতে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি পিডব্লিউ ৩-এর উপর মুষ্টিবদ্ধ আঘাত করেছিলেন। কোন সময়ে এ-২-কে সেই 'ক্লিন শেভড ম্যান' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যিনি তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা এ-আই-এর সাথে এই ঘটনায় অংশ নিয়েছিলেন, সেই তথ্য সম্পর্কে রেকর্ডের উপাদানগুলি একেবারেই অসম্পূর্ণ। এমনকি যে ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে 'এ-২ সেই ক্লিন শেভড ম্যান' তা নির্দেশ করার মতো কোনও উপাদানও রেকর্ডে নেই।

পি. ডব্লিউ. ৩ এবং পি. ডব্লিউ. ৪-কে গরম সিং-এর মৃতদেহ নিয়ে তদন্তের সময় পরীক্ষা করা হয়েছিল, যা ঘটনার তারিখের ৩টা ৩০ মিনিটে রাষ্ট্রপক্ষ অনুসারে হয়েছিল। এমনকি পি. ডব্লিউ. ৩ এবং পি. ডব্লিউ. ৪-এর সেই বিবৃতিগুলিতেও এ২-এর নাম বা সনাক্তযোগ্য বিবরণ উল্লেখ করা নেই।

স্বীকারযোগ্যভাবে, কোনও সময়েই ক্লিন শেভেন ম্যানের পরিচয় এ-২ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়নি। অপরাধের সাথে এ-২ কে সংযুক্ত করার জন্য রেকর্ডে একমাত্র উপাদান হল বিচারের সময় পিডব্লিউ ৩ এবং পিডব্লিউ ৪-এর প্রমাণ যেখানে তারা সাক্ষ্য দেয় যে এ-২ সেই ক্লিন শেভেন ব্যক্তি যিনি ঘটনার তারিখে এ-১ সহ উপস্থিত ছিলেন।

পিডব্লিউ-৩-এর প্রমাণ দুটি অনুষ্ঠানে রেকর্ড করা হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে ৯.৭.১৯৯৩-এ পুলিশ রিপোর্ট থেকে উদ্ভূত সেশনস মামলায় সেই সময়ে শুধুমাত্র এ-২-কে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিচারের জন্য রাখা হয়েছিল যার ফলে গুরনাম সিং-এর মৃত্যু হয়েছিল।

পিডব্লিউ-৩ সেই সময়ে নিম্নরূপ পদচ্যুত হয়েছেঃ-

"আদালতে উপস্থিত অভিযুক্ত রূপিন্দর সিং ঘটনার আগে আমার কাছে পরিচিত ছিলেন না।"

আবার, এখানে উভয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উভয় দায়রা মামলার যৌথ বিচারে তাকে ১৬.৮.১৯৯৫-এ পরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রধান পরীক্ষায় তিনি বলেছিলেন;

"আমি লক্ষ্য করেছি যে একজন ক্লিন শেভেন ব্যক্তি যার নাম রূপিন্দর সিং সান্ধু তাকে চালকের আসনে বসে থাকতে দেখা গেছে।

একজন সাক্ষী 'বর্তমানে আদালতে উপস্থিত' অভিযুক্ত রূপিন্দর সিং সান্ধুর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এবং আরও নিম্নরূপঃ-

"তারপর রূপিন্দর সিং (সান্ধু) অভিযুক্ত জিপসি থেকে বেরিয়ে আসে এবং সে আমাকে মুষ্টিতে আঘাত করতে শুরু করে। রূপিন্দর সিং (সান্ধু) আমার বুকের বাম দিকে এবং আমার কপালের বাম দিকে মুষ্টিতে আঘাত করে।"

'জেরা প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ ~

"প্রদর্শনী পি. কিউ-তে অনুমান করা হয়েছে যে তারপরে রূপিন্দর সিং (সান্ধু) এসেছিলেন জিপসি থেকে বেরিয়ে আসা। প্রদর্শনী পি. কিউ-এর দিকে সাক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যেখানে রূপিন্দর সিং (সান্ধু)-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। পরিষ্কার মুণ্ডন করা লোকটি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আমি প্রদর্শনী পি. কিউ-তে বলেছিলাম যে রূপিন্দর সিং (সান্ধু) আমার বুকের বাম দিকে এবং আমার কপালের বাম দিকে মুষ্টি মেরেছিল। সাক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে প্রদর্শনী পি. কিউ যেখানে রূপিন্দর সিং (সান্ধু) দ্বারা 'আক্রান্ত' অংশটি উল্লেখ করা হয়নি। বর্ণনাটি হল যে রূপিন্দর সিং (সান্ধু) তাকে মুষ্টি মেরেছিলেন।

৩১. উপরের উপাদানগুলির বিশ্লেষণ থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি উদ্ভূত হয়ঃ

(i) পিডব্লিউ৩ বা পিডব্লিউ৪ কেউই অপরাধের তারিখের আগে দ্বিতীয় অভিযুক্তকে জানত না;

(ii) অপরাধের তারিখেও তারা তার নাম বা অন্যান্য বিবরণ জানত না যা তার সনাক্তকরণের দিকে পরিচালিত করতে পারে;

(ii) প্রথম অভিযুক্তের সঙ্গে থাকা ব্যক্তি রূপিন্দর সিং সান্ধু (ক-২;) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য রাষ্ট্রপক্ষ কোনও তথ্য নথিভুক্ত করেনি।

(iv) ক-২-কে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত করার একমাত্র প্রমাণ হল বিচারের সময় পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর জি বিবৃতি (ঘটনার প্রায় ৭ বছর পরে) যে ক-১ ছিল দুর্ভাগ্যজনক দিনে এ-আই-এর সাথে থাকা অন্য ব্যক্তি;

(v) পিডব্লিউ৩ বা পিডব্লিউ৪-এর জবানবন্দিতে এমন কিছু নেই যে এ২ কখনও মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছে; এবং

(vi) এ-২ মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছে বলে প্রমাণ করার মতো অন্য কোনও প্রমাণ নেই, এই দিকগুলি অবশ্যই ট্রায়াল কোর্ট বিবেচনা করে না কারণ ট্রায়াল কোর্ট মতামত দিয়েছে যে পিডব্লিউ ৩ এবং পিডব্লিউ ৪ সত্যবাদী সাক্ষী নয়। এমনকি হাইকোর্টও ট্রায়াল কোর্টের খালাস আদেশকে বিপরীত করার সময় এই দিকগুলি পরীক্ষা করেনি। হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ে এ-২-এর পরিচয় বা ঘটনায় তার ভূমিকা সম্পর্কে কোনও আলোচনা নেই। ঘটনার সময় এ-এল সহ এ-২-এর উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্য কোনও আলোচনা ছাড়াই অথবা এ-২-এর ভূমিকা সম্পর্কে কোনও আলোচনা না করে হাইকোর্ট আইপিসি ধারা ৩৪-এর সঙ্গে পাঠ করা ধারা ৩০৪-এর অংশ-২-এর অধীনে এ-২-এর বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পিডব্লিউ ৩ এবং পিডব্লিউ ৪-এর প্রমাণ ঘটনার প্রায় ৭ বছর পরে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। প্রথমবার পিডব্লিউ ৩ কখনও চিহ্নিত করেছিল যে দুর্ভাগ্যজনক দিনে এ-আই-এর সাথে থাকা অন্য ক্লিন শেভ করা লোকটি এ-২ হিসাবে অপরাধের দায়রা মামলার শুনানিতে নং ২৪৪-এ ছিল। ততদিনেও অপরাধের তারিখ থেকে প্রায় ৫ বছর কেটে গেছে।

৩২. হাইকোর্ট হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, এ-২ ধারা ৩৪ আইপিসি-র সঙ্গে পঠিত ধারা ৩০৪ পার্ট-২-এর অপরাধে দোষী। আমাদের দৃষ্টিতে এই ধরনের উপসংহার সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল। যদিও আমরা যুক্তির স্বার্থে বিশ্বাস করি (আমরা শুধুমাত্র যুক্তির স্বার্থে জোর দিই) যে, ঘটনার সময় এ-২ এ-এল-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিল, তা প্রমাণ করার জন্য রেকর্ডে কিছুই নেই যে, তিনি র্ণম সিংকে আক্রমণ করেছিলেন বা তিনি এ-আই-এর সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার অপরাধ করার জন্য একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নিয়েছিলেন যা হত্যার সমান নয়।

উপরের আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত যে এ-২ ধারা ৩২৩ আইপিসির অধীনেও অপরাধের জন্য দোষী তা সমানভাবে টেকসই নয়, বিশেষত এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে অপরাধের সময় এ-১ সহ তার উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। পিডব্লিউ ৩ এবং ৪, প্রমাণের ভিত্তিতে এ-২-কে দোষী সাব্যস্ত করা নিরাপদ নয়। অতএব, আমরা এ২ সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়কে বাতিল করে দিচ্ছি,

৩৩. আমরা এখন প্রথম অভিযুক্তের মামলা নিয়ে আলোচনা করব। আরও একবার এটা পরীক্ষা করা প্রয়োজন যে গুমাম সিং-এর মৃত্যু রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী এ-আই-এর কারণে হয়েছে কি না। কোনও উপসংহার রেকর্ড করার জন্য

এই ক্ষেত্রে এ-১ এর বিপরীতে , যদি হয়, তাহলে ঠিক কী তা জানা প্রয়োজন, তিনি গুরনাম সিং-এর মৃত্যুর কারণ এবং দ্বিতীয়ত, এ-১-এর আচরণের ফলে গুরনাম সিং-এর মৃত্যু হয়। যদিও উপরোক্ত উভয় কারণ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও এটি আরও প্রমাণ করতে হবে যে আইপিসি-র ৩০০ ধারার ২৯৯ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত অপরাধ করার জন্য ক-১-এর প্রয়োজনীয় পুরুষ কারণ ছিল।

৩৪. আমরা এখন উপরের প্রতিটি প্রশ্ন পরীক্ষা করি। 'ক-১-কে গুরনাম সিং-এর মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, এটি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে (i) তিনি অভিযোগকারীর অভিযোগ অনুসারে গুরনাম সিং-এর উপর মুষ্টিযুদ্ধ করেছিলেন; এবং (ii) মুষ্টিযুদ্ধের ফলে হওয়া আঘাতের কারণে গুরনাম সিং-এর মৃত্যু হয়েছিল।

৩৫. এ-১ যে গুমাম সিং-এর উপর মুষ্টিযুদ্ধ চালিয়েছিল এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিল যারা দাবি করেছিল যে তারা ঘটনার সময় গুরনাম সিং-এর সাথে গুরনাম সিং চালিত গাড়িতে ভ্রমণ করছিল এবং তাই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল দায়রা আদালত পিডব্লিউ ৩ ও ৪-এর প্রমাণকে মূলত দুটি ভিত্তিতে অবিশ্বাস করেছে, প্রথমত পিডব্লিউ ৩ ও পিডব্লিউ ৪-এর প্রমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হত এবং দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ পিডব্লিউ ৩ ও ৪-এর সাক্ষ্যকে সমর্থন করে না। অন্যদিকে, আমরা ইতিমধ্যে যেমন লক্ষ্য করেছি (অনুচ্ছেদ ২৫-এ), উচ্চ আদালত পিডব্লিউ ৩ ও ৪-এর প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে দায়রা আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে।

৩৬. এ-১-এর জমা দেওয়া হল যে পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ সাক্ষী স্থাপন করা হয়েছে এবং রেকর্ড থেকে উপস্থিত পরিস্থিতি এই সত্য সম্পর্কে যে কোনও পরিমাণ সন্দেহ তৈরি করেঃ

পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ আসলে গুর্ণম সিংয়ের সাথে ভ্রমণ করছিল এবং অপরাধের সাক্ষী ছিল, ক-১ অনুসারে, পরিস্থিতিগুলি হল:

(i) পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং তাই তারা আগ্রহী সাক্ষী।

(ii) কোনও স্বাধীন সাক্ষীকে (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সঙ্গে অসম্পর্কিত সাক্ষী) পরীক্ষা করতে রাষ্ট্রপক্ষের ব্যর্থতা, যদিও পাতিয়ালা শহরে দিনের আলোয় এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রচুর সংখ্যক মানুষ অবশ্যই এই ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন।

(iii) হাসপাতালের[৭] রেকর্ডগুলি উপস্থাপন না করা 'ইঙ্গিত দেয় যে গুমাম সিংকে পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ দ্বারা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

(iv) পুলিশ স্টেশন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে দূরত্ব মাত্র দুই কিলোমিটার হলেও পি. ডব্লিউ. এস-এর পক্ষ থেকে যে এফ. আই. আরটি ১টা ৪৫ মিনিটে নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে বলা হয়, তা সেই সন্ধ্যায় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে (অর্থাৎ প্রায় ৪ ঘণ্টা পর) সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছয়, যা এই সন্দেহের দিকে পরিচালিত করে যে, এফ. আই. আর নিবন্ধনের সময়টি এমন ধারণা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে ঘটনাটি অবিলম্বে রিপোর্ট করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য হল পি. ডব্লিউ ৩ এবং ৪-কে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে স্থাপন করা।

(v) যে গাড়িতে মৃত পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪ ভ্রমণ করছিলেন বলে অভিযোগকারী পক্ষ সেটি বাজেয়াপ্ত করেনি.

৩৭. আমরা এখন উপরের জমা দেওয়ার স্থায়িত্ব পরীক্ষা করব।

৩৮. পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ মৃত গুরমাম সিংয়ের সাথে সম্পর্কিত এই বিষয়টি বিতর্কিত নয়। এই ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব নিজেই পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণকে অবিশ্বস্ত করে না। এই আদালত বারবার এই রায় দিয়েছে এবং এও বলেছে যে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীরা প্রকৃত অপরাধীদের দোষমুক্ত করার জন্য নির্দোষ ব্যক্তিদের জড়িত করার সম্ভাবনা কম।[৮]

[৭] টিস বলেন যে সাধারণ অনুশীলনের একটি বিষয় হিসাবে, যখনই কোনও রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন হাসপাতাল সেই ব্যক্তিদের বিবরণ রেকর্ড করে যারা রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল বিশেষত মেডিকো-আইনী প্রভাবের ক্ষেত্রে,

[৮] দেখুন রিকান বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য, (২০০৩) ২ এস. সি. সি ৬৬১, অনুচ্ছেদ ৬

৬, আমরা প্রথমে রাষ্ট্রপক্ষ সংস্করণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাক্ষীদের আগ্রহ সম্পর্কিত বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করব, সম্পর্ক কোনও সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রভাবিত করার কারণ নয়, এটি প্রায়শই সেই সম্পর্কটি প্রকৃত প্রশংসা গোপন করবে না এবং কোনও নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না। যদি মিথ্যা ইঙ্গিতের আবেদন করা হয় তবে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আদালতকে ৪ টি যত্নশীল পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এবং প্রমাণ বিশ্লেষণ করতে হবে যে এটি দৃঢ় এবং বিশ্বাসযোগ্য কিনা।

এছাড়াও দেখুন, দিলীপ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫৩ এস. সি ৩৬৪, অনুচ্ছেদ ২৬-

২৬, সাক্ষীকে সাধারণত স্বাধীন বলে মনে করা হয় যদি না সে এমন উৎস থেকে উদ্ভূত হয় যা সম্ভবত কলঙ্কিত হতে পারে এবং এর অর্থ সাধারণত 'সাক্ষী'-র কারণ না থাকে, যেমন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শত্রুতা, তাকে মিথ্যাভাবে জড়াতে চায়। সাধারণত, একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই শেষ ব্যক্তি যিনি দোষীকে পরীক্ষা করবেন এবং একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যাভাবে জড়াবেন। এটি সত্য, যখন অনুভূতি প্রবল হয় এবং তা থাকে। শত্রুতার ব্যক্তিগত কারণ, একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে টেনে আনার প্রবণতা রয়েছে, যার বিরুদ্ধে দোষীদের পাশাপাশি একজন সাক্ষীরও বিদ্বেষ রয়েছে, তবে এই ধরনের জড়তার ভিত্তি অবশ্যই স্থাপন করতে হবে এবং সম্পর্কের নিছক ভিত্তি হওয়ার বিষয়টি সত্যের একটি নিশ্চিত গ্যারান্টি অফার করে।

৩৯. স্বীকারযোগ্যভাবে, ঘটনাটি পাতিয়ালা শহরের একটি ব্যস্ত এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকের মধ্যে ঘটেছিল। স্পষ্টতই, ঘটনাটি আরও অনেকে দেখেছেন। অতএব, অভিযুক্তদের বক্তব্য হল যে পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির পরীক্ষা না করা পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণকে অবিশ্বস্ত করে তোলে।

আমাদের এই আবেদন গ্রহণ করা কঠিন বলে মনে হয়। শুধুমাত্র এই সত্য যে আরও কিছু সাক্ষী, যারা এই ঘটনার সাক্ষী হতেন, তাদের পরীক্ষা করা হয়নি, তা পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণকে অবিশ্বস্ত করে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের একটি বিষয়ে, অন্য কোনও সাক্ষীকে পরীক্ষা করা যে অপরাধের সাক্ষী বলে মনে করা হয়েছিল, তা প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের বোঝা বাড়িয়ে দেবে যে এই ধরনের সাক্ষী কোনও সুযোগ সাক্ষী নয়।

৪০. রাজেন্দ্র হাসপাতালের প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, যেখানে ঘটনার অব্যবহিত পরেই গুরনাম সিংহকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাতে প্রমাণিত হয়নি যে ৩ ও ৪ জন পিডব্লিউ-ই ছিলেন গুমাম সিংহকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর প্রয়োজন নেই যে ৩ ও ৪ জন পিডব্লিউ-ই বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী ছিলেন না। নিঃসন্দেহে, তিনি এই তথ্যটি প্রমাণ করার জন্য এই রেকর্ডটি উপস্থাপন করেছিলেন যে, ৩ ও ৪ জন পিডব্লিউ ঘটনার সময় এবং তার পরপরই গুরনাম সিংহের সঙ্গে ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হতে চাওয়া প্রতিটি তথ্যের জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যদি কোনও সত্য কিছু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে আরও সমর্থনকারী উপাদানের উপর জোর দেওয়া কেবল ফৌজদারি আইনের প্রয়োগকে অযৌক্তিক করে তুলবে।

৪১. প্রতিরক্ষার আরেকটি বক্তব্য হল যে পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ জন রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধের ঘটনার সাক্ষী ছিল না। অভিযুক্তরা সন্দেহ প্রকাশ করতে চায় যে এফ. আই. আরটি ১টা ৪৫ মিনিটে নথিভুক্ত করা হয়েছে কারণ এফ. আই. আরটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটের দিকে পৌঁছেছে। সংশ্লিষ্ট আদালত স্বীকার করে যে, থানা থেকে মাত্র ২ থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে রয়েছে। অতএব, যুক্তি দেওয়া হয় যে রাষ্ট্রপক্ষ এফআইআর নিবন্ধনের সময়কে কারচুপি করেছে যদিও এটি পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর উপস্থিতি সংগ্রহ করার পরে অনেক পরে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

আমাদের মতে, অভিযুক্তদের দ্বারা গৃহীত যুক্তিটি পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর সাক্ষী বসানোর সম্ভাবনার পরামর্শ দেয় যা অসমর্থনীয় স্বীকারযোগ্যভাবে, ঘটনার তারিখ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে পিডব্লিউ২ দ্বারা গরম সিং-এর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল। পিডব্লিউ২ তার জবানবন্দিতে বলেছে যে দেহটি পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে দেহটি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল।

পিডব্লিউ ৩ এবং ৪। সুতরাং, এটি অনুসরণ করা হয় যে পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত ছিল, অর্থাৎ ময়নাতদন্তের সময়, কোনও জমা দেওয়া হয় না যে পিডব্লিউ ২ বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী নয় বা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনটি নির্ভরযোগ্য নথি নয়।

ময়নাতদন্তের আগে পিডব্লিউএস (উপ-পরিদর্শক কাকা সিং) দ্বারা একটি তদন্ত পরিচালিত হয়েছিল। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে পিডব্লিউ ৩-এর রিপোর্ট পাওয়ার পরে প্রায় ১.৪৫ টার দিকে তিনি এফআইআর নিবন্ধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পরে, তিনি ৩ টায় রাজেন্দ্র হাসপাতালে চলে যান। তারপরে, তিনি পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর উপস্থিতিতে তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী পিএইচ) প্রস্তুত করেন যারা তদন্ত প্রতিবেদনটি সত্যায়িত করে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, পিডব্লিউএস মৃতদেহটি দুই পুলিশ কনস্টেবল বাহাদুর সিং এবং গুরপাল সিংকে ময়নাতদন্তের (প্রদর্শনী পিজি) অনুরোধের সাথে অর্পণ করে।

স্পষ্টতই, তদন্ত করতে কিছুটা সময় লাগে। পিডব্লিউএস যদি বিকেল ৩টায় রাজেন্দ্র হাসপাতালে পৌঁছয়, তবে তদন্ত শুরু হওয়া এবং ময়নাতদন্ত শুরু হওয়ার মধ্যে দেড় ঘন্টার ব্যবধানকে তদন্ত পরিচালনা এবং 'ময়নাতদন্ত পরীক্ষার' জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য অযৌক্তিক সময় বলা যায় না।[৯] তদন্ত প্রতিবেদন এবং ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন উভয় থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে পিডব্লিউ-এর ৩ এবং ৪ জনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারার অধীনে, উক্ত ধারায় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর তথ্য প্রাপ্ত পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে থাকা একজন কর্মকর্তাকে মৃতদেহটি যেখানে রয়েছে সেখানে যেতে হবে, মৃত্যুর আপাত কারণের একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে এবং তারপরে মৃতদেহটি (ময়নাতদন্ত) পরীক্ষার জন্য নিকটতম সিভিল সার্জনের কাছে পাঠাতে হবে। অতএব, তদন্ত আধিকারিকের অনুরোধ ছাড়া অপরাধ নথিভুক্ত না করে তদন্ত বা ময়নাতদন্ত পরীক্ষা করা যেত না। পি. ডব্লিউ. এস (এস. আই)-এর পরীক্ষায় এমন কিছু নেই যা ইঙ্গিত করে যে তিনি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করেননি।

উপরের থেকে, এটি কমপক্ষে ৩ টা অবধি অনুসরণ করে। পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ জন উপস্থিত ছিলেন এবং উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। যদি তাদের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে রোপণ করা হয় তবে এটি অবশ্যই ১২.৩০ এবং ৩ টার মধ্যে ঘটেছে। অর্থাৎ ১২.৩০ থেকে ৩ টার মধ্যে দুই এবং আধ ঘন্টার ব্যবধানের মধ্যে, তদন্তকারী অফিসারকে অবশ্যই পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ কে সাক্ষী হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে যারা তদন্তকারী সংস্থার নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে এবং রাষ্ট্রপক্ষ এবং প্ল্যান্টের সংস্করণকে সমর্থন করবে

[৯] পিডব্লিউ২ জেরায় বলেছে – "২৭.১২.১৯৮৮ তারিখে বিকাল ৪.৩০ মিনিটে ময়নাতদন্ত শুরু হয়েছিল। আমি অবশ্যই বিকাল ৪.৩০ মিনিটের কয়েক মিনিট আগে পুলিশের কাগজপত্র পেয়েছি।"

তারা। আমাদের মতে এই ধরনের একটি তত্ত্ব একটি দুর্দান্ত কল্পকাহিনী হবে এবং এটি অনুমান করে যে কিছু অজানা কারণে পিডব্লিউ-৫ অপরাধের মধ্যে এ-১ কে জড়িত করার জন্য এত গভীর চক্রান্তের পরিকল্পনা করার জন্য আলের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছিল। এই প্রক্রিয়ায়, আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এ-আই, এমনকি ঘটনার তারিখের মধ্যেও, এক ধরনের সেলিব্রিটি ছিল। আমাদের এই ধরনের ঘৃণা বিশ্বাস করা কঠিন হবে, সাধারণ প্রবণতা-যদি আমরা সাধারণ জ্ঞানের ছুটি না নিই-সেলিব্রিটিদের দ্বারা সংঘটিত আইন লঙ্ঘনের দিকে চোখ বন্ধ করে রাখা।

৪২. অভিযুক্তের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি যে বিষয়টি নিয়ে জোরালো যুক্তি দিয়েছিলেন, তার আরেকটি দিক হল যে, ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তি এবং ৩ ও ৪ জন পিডব্লিউ যে গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন তা বাজেয়াপ্ত না করা ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তির সঙ্গে ৩ ও ৪ জন পিডব্লিউ-এর উপস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। আমরা জমা দেওয়ার বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি। এমনকি যদি গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবুও আমরা বুঝতে পারি না যে এটি কীভাবে প্রমাণ করবে যে ৩ ও ৪ জন পিডব্লিউ-ও সেই গাড়িতে করে যাচ্ছিল।

৪৩. অতএব, আমাদের অভিমত হল যে দায়রা আদালত ভুল ছিল এবং উচ্চ আদালত সঠিক ছিল (যদিও কারণগুলি ভালভাবে স্পষ্ট করা হয়নি) যে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর উপস্থিতির কথা বিশ্বাস করে এবং তাঁর সঙ্গে মৃত গুরনাম সিংও ছিলেন। আমাদের অবশ্যই যোগ করতে হবে যে উপরের অনুসন্ধান থেকে এটি প্রমাণিত হয় না যে তাদের পুরো প্রমাণটি অপ্রতিরোধ্য

৪৪. তাহলে পিডব্লিউ 3 এবং 4-এর প্রমাণ কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সেশন কোর্টের সামনে দেওয়া সাক্ষী উভয়েই বলেছেন যে, তারা মৃত ব্যক্তির সাথে গুরনাম সিং-এর চালিত একটি মারুতি গাড়িতে ভ্রমণ করেছিলেন। উভয়েই বলেছেন যে, ক-1 এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে পথের অধিকার নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, যার ফলে প্রথম অভিযুক্ত গুরনাম সিং-কে ঘুষি মারে। তারা তাদের সাক্ষ্যে এমন কোনও অভিযোগ করেননি যে ক-2 গুরনাম সিং-কে আক্রমণ করেছে। তাদের বক্তব্য হলো, যখন তারা গুরনাম সিং-কে উদ্ধার করার জন্য হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল, তখন দ্বিতীয় অভিযুক্ত পিডব্লিউ-3-কে ঘুষি মারে আক্রমণ করে।

যদিও এটি পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর প্রমাণ যে এ-১-এর কারণে গুমাম সিং-এর শরীর মন্থর হয়ে যায়, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে কেবল দুটি বাহ্যিক আঘাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়-একটি অস্থায়ী অঞ্চলে এবং অন্যটি মৃত ব্যক্তির বাম হাঁটুতে-উভয়ই ঘর্ষণ। পিডব্লিউ-২-এর মতে, ২ "আঘাত, অর্থাৎ হাঁটুতে ঘর্ষণ, পতনের ফলাফল হতে পারে। পিডব্লিউ ৩ এবং ৪-এর বর্ণনা সত্ত্বেও যে এ-১-এর কারণে মুষ্টিযুদ্ধ (একাধিক আঘাত) হয়েছিল, এটি খুব কমই সম্ভব যে কোনও ব্যক্তি

একই সঙ্গে মুষ্টিতে আঘাত করার সময় ভুক্তভোগীর মাথা এবং হাঁটুতেও লক্ষ্য রাখুন। অবশ্যই, এটি সম্ভব যে এ-আই একাধিক মুষ্টিতে আঘাত করেছিল কিন্তু তাদের মধ্যে একটি মাত্র গুরনাম সিংয়ের মাথায় পড়েছিল এবং অন্যরা লক্ষ্যটি মিস করেছিল। এটি আমাদের এই অবস্থানে রেখে যায় যে এ-১ মৃত ব্যক্তির মাথায় একটি আঘাত করেছিল এবং আমরা নিরাপদে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে মৃত ব্যক্তির হাঁটুতে ২ "আঘাত কোনও রাস্তায় পড়ে যাওয়ার কারণে হয়েছিল। এটি রাষ্ট্রপক্ষের পরামর্শ নয় যে গুমাম সিং হাঁটুতে আঘাতের কারণে মারা গিয়েছিলেন।

৪৩. যেমনটি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে, গুর্ণম সিং-এর মাথার আঘাতটি পিন্নার উপরের অংশের সংযোগস্থলে বাম অস্থায়ী অঞ্চলে ০.৭৫ সেমি x ০.৫ ই. এম পরিমাপের একটি ঘর্ষণ, সেখানে গুর্ণম সিং-এর বাম অস্থায়ী অঞ্চলে একটি সংশ্লিষ্ট সাবডুরাল রক্তক্ষরণ উপস্থিত রয়েছে। তবে প্রশ্ন হল যে সেই একক আঘাতটি কি গুরুনামের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

৪৬. ময়নাতদন্তের রিপোর্টে পিডব্লিউ-২, গুরনাম সিংয়ের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও মতামত দেয়নি। অন্যদিকে, তিনি নিম্নরূপ রেকর্ড করেছেনঃ

"এই ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ প্যাথলজিস্ট, সরকারি মেডিকেল কলেজ, পাতিয়ালা থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পরে দেওয়া হবে উভয় আঘাতই প্রাক-ময়নাতদন্ত প্রকৃতির এবং ভোঁতা অস্ত্রের কারণে হয়েছে।"

এটি লক্ষণীয় যে পিডব্লিউ২-এর অভিমত ছিল যে আঘাতগুলি প্রাক-ময়নাতদন্ত প্রকৃতির ছিল এবং একটি ভোঁতা অস্ত্রের কারণে হয়েছিল।

৪৭. রোগ বিশেষজ্ঞ ৯.১.৮৯ তারিখে (এক্স পিজে) একটি রিপোর্ট দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন গুরনামের হৃদপিণ্ডের অবস্থার মধ্যে প্রচুর অস্বাভাবিকতা রয়েছে "হৃৎপিণ্ডের ওজন ৪৩০ গ্রাম এবং পরিমাপ করা হয় ১২x৮x৬ সেন্টিমিটার। এপিকার্ডিয়াল ফ্যাট বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে ডান ভেন্ট্রিকলের উপর। বাম করোনারি ধমনীর উভয় শাখা অর্থাৎ অ্যান্টেরিয়র অবরোহী শাখা এবং সার্কমফ্লেক্স শাখা এবং ডান করোনারি ধমনীতে ক্যালসিফিকেশন এবং লুমেন সংকুচিত হওয়ার সাথে এথেরোস্ক্লেরোসিস দেখা যায়। বাম ভেন্ট্রিকুলার প্রাচীরের সর্বাধিক পুরুত্ব ১.৮ সেন্টিমিটারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। মায়োকার্ডিয়াম স্ট্রোমাল ফ্যাট অনুপ্রবেশ, বিশেষ করে ডান ভেন্ট্রিকল এবং বাম ভেন্ট্রিকলের দেয়ালে ফাইব্রোসিসের একাধিক ফোকাস অঞ্চল দেখায়। কুস্পস এবং কানের চেম্বারে কোনও প্যাথলজি দেখা যায়নি। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের কোনও প্রমাণ দেখা যায়নি।মহাধমনীর শিকড়ে ক্যালসিফিকেশন অঞ্চল সহ এথেরোস্ক্লেরোসিস দেখা গেছে।

যতদূর পর্যন্ত মস্তিষ্ক ধারণ করা হয়েছে, প্যাথলজি রিপোর্টটি নিম্নরূপঃ

"পিয়া মিটার দিয়ে ঢাকা চারটি মস্তিষ্কের টুকরোর ওজন ছিল ৫৫০ গ্রাম এবং মাপ ছিল ১১x১১x৫ সেমি। গ্রস বা মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষায় কোনও রোগবিদ্যা দেখা যায়নি।"

এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে প্যাথলজিস্ট স্থূল বা মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষায় কোনও স্যাথোলজি লক্ষ্য করেননি। প্যাথলজি রিপোর্ট পাওয়ার পরে, পিডব্লিউ-২ মতামত দিয়েছিলেন যে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের আরও মতামত নেওয়া প্রয়োজন। অতএব, তিনি সিভিল সার্জন, পাতিয়ালাকে ১১.১.৮৯-এ চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন যে মামলাটি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, সরকারী মেডিকেল কলেজ, পাতিয়ালার কাছে পাঠানো হোক।

৪৮. ১৩.১.৮৯ তারিখে, পাতিয়ালার সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, উল্লিখিত ১১.১.৮৯ তারিখের চিঠির ভিত্তিতে ৬ জন সদস্য নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন, যার মধ্যে দুজনকে মামলার বিচারে পিডব্লিউ-১ এবং ২ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পিডব্লিউ-১ কে উক্ত মেডিকেল বোর্ডের আহ্বায়ক হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। পিডব্লিউ-১ ১৭.১.৮৯ সম্পর্কে একটি খুব গোপন মতামত (এক্স পিএ) দিয়েছে, নিম্নরূপঃ

"এই ক্ষেত্রে মৃত্যুর জন্য মাথায় আঘাতের প্রভাবকে দায়ী করা হয় এবং হৃৎপিণ্ডের অবস্থা। তবে, মাথার আঘাত নিজেই হতে পারে। প্রকৃতির সাধারণ প্রক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট।"

৪৯. মতামতের স্বচ্ছতার অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, রাষ্ট্র পক্ষও বার বার মতামতের ব্যাখ্যা চেয়েছে। দুটি অনুষ্ঠানে, ৩১.১.৮৯ এবং ৩.২.৮৯, পিডব্লিউ-আই আর কোনও ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকার করেছে এবং নিম্নরূপ যোগাযোগ করেছেঃ

"এই প্রসঙ্গে, আপনার সদয় তথ্যের জন্যই আগে যে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে তা এইরকম।"

"এটি আপনার সদয় তথ্যের জন্য যে মামলা সম্পর্কিত তথ্য ইতিমধ্যে বলা হয়েছে এবং বারবার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। যদি কোনও স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হয়, তবে তা আদালতে জমা দেওয়া হবে।"

৫০. দায়রা আদালত পিডব্লিউ ১ এবং ২-এর প্রমাণ এবং তদন্তকারী, কর্মকর্তা এবং ডাক্তারদের মধ্যে ৩৩ থেকে ৩৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করে রেকর্ড করেছেঃ

".....বাম অস্থায়ী অঞ্চলে খুব সামান্য ঘর্ষণ ছিল, মাথার খুলির কোনও ফ্র্যাকচার ছিল না, ডাঃ জতিন্দর কুমার সাদানা (পিডব্লিউ-২) দ্বারা দেখা উপ-ড্যুরাল রক্তক্ষরণ পরিমাপ করা হয়নি কারণ এর মাত্রা এবং আকার ময়নাতদন্তে নির্দেশ করা হয়নি

রিপোর্ট। জেরা করা সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে সব ক্ষেত্রেই উপ-মৌখিক এ. রক্তক্ষরণ মারাত্মক নয়,

XXX XXX XXX

কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ গুরপ্রীত সিং[১০] মনে করেছিলেন যে প্যাথোলজিস্টের দ্বারা রিপোর্ট করা কার্ডিয়াক অবস্থার ফলে স্ট্রেসের মধ্যে হঠাৎ কার্ডিয়াক মৃত্যুও হতে পারে। এর অর্থ হল যে নিউরোজেনিক বা ভাসোভাগাল শকের কারণে বাহ্যিক কোনও আঘাত ছাড়াই সুনাম সিং হঠাৎ মারা যেতে পারতেন এবং ময়নাতদন্ত পরীক্ষায় এই সত্যটি প্রকাশিত হত না। প্যাথোলজিস্ট রোগীর হৃদয় পরীক্ষা করার পরে এবং এতে বিভিন্ন চিকিৎসা ত্রুটি রিপোর্ট করার পরেই কার্ডিওলজিস্ট মতামত তৈরি করেছিলেন যে এটি হঠাৎ কার্ডিয়াক মৃত্যুর ঘটনা ছিল।

XXX XXX XXX

যাই হোক না কেন, বোর্ড বলেনি যে মৃত্যু ছিল মাথার আঘাতের ফলে অথবা মৃত্যু ছিল হৃদরোগের কারণে অথবা ডি মৃত্যু ছিল মাথার আঘাতের সাথে হৃদরোগের কারণে অথবা মৃত্যু ছিল মাথার আঘাতের ফলে যার ফলে হৃদরোগ হয়েছিল।

এবং অবশেষে আদেশঃ

"চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণের ভিত্তিতে উপসংহার হল যে মৃত ব্যক্তি মানসিক চাপের মধ্যে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, পড়ে যান এবং দুটি ঘর্ষণের শিকার হন যার মধ্যে রয়েছে সাবডুরাল রক্তক্ষরণ। এই উপসংহারটি প্যাথলজিস্ট এবং ডাঃ কৃষ্ণ ভিজ এবং ডাঃ জতিন্দর কুমার সাদানার দ্বারা প্রকাশিত চিকিৎসা সংক্রান্ত মতামতের সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

৫১. অন্যদিকে, হাইকোর্ট একটি উপসংহার রেকর্ড করেছে, যেমন নিম্নরূপঃ

".....ডাক্তারদের মধ্যে কেউই অর্থাৎ ডাঃ কৃষ্ণ ভিজ পিডব্লিউ-১ এবং ডাঃ জতিন্দর কুমার সাদানা পিডব্লিউ-২ তাদের সাক্ষ্যে বলেননি যে গুমাম সিং-এর মৃত্যুর পদ্ধতিটি কার্ডিয়াক ব্যর্থতা ছিল। তারা যা বলেছেন তা হল প্যাথলজিস্টের রিপোর্ট দেখে, গুরনাম সিং-এর হৃদপিণ্ডের অবস্থা খুব দুর্বল ছিল 'আমরা এই সত্যটি ভুলে যেতে পারি না যে মাথার খুলি খোলার সময়, বাম পার্শ্বীয় অঞ্চলে সাবডুরাল রক্তক্ষরণ উপস্থিত ছিল

[১০] তিনি মেডিকেল বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন

এবং মস্তিষ্ক যেমন ডাঃ জতিন্দর কুমার সাদানা পিডব্লিউ-২ দ্বারা বানান করা হয়েছে। আসলে এই রক্তক্ষরণই গুরনাম সিংয়ের মৃত্যুর কারণ, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নয়।

৫২. অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, হাইকোর্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয় এবং এটি একটি বিশুদ্ধ অনুমান।

৫৩. আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে পিডব্লিউ২, যিনি ময়নাতদন্ত পরিচালনা করেছিলেন, তিনি গুরুনাম সিং-এর মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করেননি। তিনি কেবল মেডিকেল বোর্ডের মতামত পুলিশের কাছে পাঠিয়েছিলেন।[১১] "পিডব্লিউ-১, যিনি বোর্ডের প্রধান ছিলেন, তিনি কেবল প্রদর্শনী পিএ-তে দেওয়া বিবৃতিটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

"পি. ডব্লিউ. ১-এর জমাঃ রেকর্ড এবং অনুষ্ঠিত আলোচনার পর্যালোচনার পরে, মতামত দেওয়া হয়েছিল যা প্রদর্শনী পি. এ। প্রদর্শনী পি. এ-এর মতে এই ক্ষেত্রে মৃত্যুর জন্য মাথায় আঘাত এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের প্রভাবকে দায়ী করা হয়েছিল। তবে, মাথার আঘাত নিজেই প্রকৃতির সাধারণ গতিতে মৃত্যুর কারণ হতে পারে।"

উপরের প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট এই উপসংহারে এসেছিল যে এটি সাবডুরাল রক্তক্ষরণ যা জুমাম সিংয়ের মৃত্যুর কারণ এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নয়।

৫৪. অভিযুক্তের যুক্তি অনুসারে, আমরা রেকর্ডে থাকা প্রমাণে এই ধরণের সিদ্ধান্তের কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না। যখন এক্সিবিট পিএ বলে যে মামলায় মৃত্যু "মাথার আঘাত এবং হৃদরোগের প্রভাবের কারণে", তখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে মৃত্যুর কারণ কেবল রক্তক্ষরণ এবং হৃদরোগ নয়, রেকর্ডে থাকা প্রমাণের বিপরীত। অন্যদিকে, এটি মনে রাখা উচিত যে প্যাথলজিস্ট রিপোর্ট করেছেন যে তিনি "স্থূল বা অণুবীক্ষণিক" পরীক্ষায় মস্তিষ্কে কোনও রোগবিদ্যা লক্ষ্য করেননি। ময়নাতদন্তকারী পিডব্লিউ-২, রক্তক্ষরণের কোনও বর্ণনা দেননি, কেবল বলেছেন যে প্যারিটাল অঞ্চলে সাবডুরাল রক্তক্ষরণ বিদ্যমান ছিল। তিনি ক্রস-পরীক্ষায় স্বীকার করেছেন যে তিনি রক্তক্ষরণের পরিমাণ বা আকার উল্লেখ করেননি।[১২]

[১১] পিডব্লিউ ২ এর জবানবন্দি: প্যাথলজিস্ট প্রদর্শনী পিজে-এর রিপোর্ট পাওয়ার পর মামলাটি পাতিয়ালার সিভিল সার্জনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য পাতিয়ালার মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধানের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এর পর পাতিয়ালার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল এবং মৃত্যুর কারণ দেওয়া হয়েছিল। এটি ১৭.১.১৯৮৯ তারিখে এসএইচও, পিএস কোতোয়ালির কাছে মূলভাবে পাঠানো হয়েছিল। এটি প্রদর্শনী পিকে যা আমার স্বাক্ষরিত।

[১২] পিডব্লিউ ২ এর জবানবন্দি: যদিও আমি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ করেছি যে বাম টেম্পোরাল অঞ্চলে সাবডুরাল হেমোরেজ ছিল, কিন্তু আমি এর মাত্রা বা আকার উল্লেখ করিনি, তা ১ সেমি ছিল নাকি ১০ সেমি ছিল।

৫৫. পিডব্লিউ-১ ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি সম্পর্কিত একটি পাঠ্যপুস্তকেরও লেখক। তাঁর বইয়ের ষষ্ঠ সংস্করণে তিনি নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ

"বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রক্তপাত সামান্য হয় তবে একটি বড় সাবডুরাল রক্তক্ষরণ দ্বারা মস্তিষ্কের মারাত্মক সংকোচন কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘটতে পারে। এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে প্রায় ১০০-১৫০ মিলি সাধারণত মৃত্যুর সাথে ন্যূনতম যুক্ত। মৃত্যু প্রায়শই কিছু সহগামী মস্তিষ্কের আঘাতের সাথে যুক্ত থাকে। যদি মস্তিষ্কের কোনও প্রাথমিক ক্ষতি না হয়, তবে সাবডুরাল রক্তক্ষরণ থেকে মৃত্যুহার সাধারণত ভুক্তভোগীর বয়স, স্নায়বিক অবস্থা এবং আঘাতের সময় থেকে হেমাটোমার অস্ত্রোপচারের নির্বাসনের বিলম্বের সাথে সম্পর্কিত।"[১৩]

উপরের বিবৃতি থেকে এটি লক্ষ্য করা যায়-(i) সাবডুরাল রক্তক্ষরণ নিজেই মৃত্যুর কারণ হয় না তবে এটি একটি বড় সাবডুরাল রক্তক্ষরণের কারণে মস্তিষ্কের সংকোচন যা মৃত্যুর কারণ হয়; এবং (ii) প্রায় ১০০-১৫০ মিলি রক্তক্ষরণ সাধারণত মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত সর্বনিম্ন।

৫৬. আমরা উপরের বিশ্লেষণের আলোকে তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে রেকর্ড করা প্রমাণগুলি মূল্যায়ন করব। (এক্স পিএ)-তে দেওয়া বিবৃতি এবং পিডব্লিউ১-এর প্রমাণ যে মাথার আঘাত নিজেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মৃত্যুর কারণ হতে পারে তা নিছক ইপ্স ডিক্সিট। সাবডুরাল রক্তক্ষরণের পরিমাণ সম্পর্কিত কোনও নির্দিষ্ট বিবরণ রেকর্ডে পাওয়া যায় না, বা কোনও চিকিৎসাগত মতামত পাওয়া যায় না যে সাবডুরাল রক্তক্ষরণ মস্তিষ্কের সংকোচন সৃষ্টি করেছিল যা গুর্নম সিংয়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। কোনও সঙ্গতিপূর্ণ মস্তিষ্কের আঘাতের প্রমাণ নেই। 'ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং পিডব্লিউ২-এর প্রমাণ এই বিষয়ে নীরব। প্যাথলজিস্টের রিপোর্টটি মস্তিষ্কে কোনও প্যাথলজির অনুপস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট। রেকর্ডের প্রমাণ হিসাবে, হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত যে, আমাদের মতে, গুর্ণম সিংয়ের মৃত্যু সাবডুরাল রক্তক্ষরণের কারণে হয়েছে, তবে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নয়, রেকর্ডের কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয় এবং এটি একটি খাঁটি অনুমান। অতএব, আমরা প্রথম অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত করা এবং সেট-সাইড করা কঠিন বলে মনে করি। কারণ অপরাধমূলক নরহত্যার জন্য একজন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, মৌলিক সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যে অভিযুক্ত মৃত্যু ঘটিয়েছে। তবে, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, গুয়ামের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে চিকিৎসা প্রমাণ একেবারে অনিশ্চিত গুর্ণম সিং।

[১৩] ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি প্রিন্সিপলস অ্যান্ড প্র্যাকটিসের পাঠ্যপুস্তক, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কৃষ্ণ ভিজ, এলসেভিয়ার, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৬৮

৫৭. প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সত্য হল যে, আমি-এ-আই মৃত গুরুনাম সিং-এর মাথায় একটি মুষ্টিবদ্ধ আঘাত করেছিলাম। কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি, অভিযুক্ত এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে অতীতে কোনও শত্রুতা ছিল না। এটি সমস্ত পথের অধিকার নিয়ে বিতর্ক দিয়ে শুরু হয়েছিল, যার ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল, যা এই দেশে একটি খুব সাধারণ দৃশ্য।

৫৮. স্পষ্টতই, অভিযুক্ত এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে কিছু মৌখিক বিনিময় হয়েছিল। রেকর্ড থেকে এটি স্পষ্ট নয় যে তাদের দ্বারা বলা শব্দগুলি ঠিক কী ছিল, কেবল একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছাড়া যে তাদের উভয়ের দ্বারা কিছু অসংযত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং এটি স্পষ্ট নয় যে কে এই বিনিময়ের সূচনা করেছিল

৫৯. আমাদের উপরোক্ত উপসংহারের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ডি-ফ্যাক্টো অভিযোগকারীর দায়ের করা ২০০৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬০-এ করা বিভিন্ন দাখিল নিয়ে আলোচনা করার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। তাদের সম্পূর্ণ মামলাটি তদন্ত প্রক্রিয়ার ত্রুটি এবং ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যে আগাম জামিন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অভিযুক্তের আচরণ এবং প্রাথমিকভাবে A-1 মামলা না করার রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করার জন্য ডি-ফ্যাক্টো অভিযোগকারীর উপর নির্ভর করার কারণ হল তদন্ত প্রক্রিয়ার কিছু ত্রুটি (যেমন মৃত ব্যক্তি এবং পিডব্লিউ ৩ এবং ৪ যে গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন তা জব্দ না করা) এবং দায়রা মামলা নং ৭৯/১৮.৮.৯৪/২০.৮.৯৪-এ প্রথম অভিযুক্তকে অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে রাষ্ট্রের অনীহা, চিকিৎসাগত প্রমাণের ভিত্তিতে গুরনাম সিং-এর মৃত্যুর জন্য প্রথম অভিযুক্তকে দায়ী করা যাবে না, এই সিদ্ধান্তে কোনও প্রভাব ফেলে না। ডি-ফ্যাক্টো অভিযোগকারী আদালতকে এই দাবিও করেন যে প্রথম অভিযুক্তের সেলিব্রিটি মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে, রাষ্ট্র তার অপরাধকে আড়াল করার জন্য তার পথ থেকে সরে গেছে। অতএব, প্রথম অভিযুক্তকে গুরনাম সিং-এর মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে গণ্য করতে হবে।

৬০. সন্দেহ নেই যে তদন্তে ত্রুটি রয়েছে। ব্যবস্থার সাধারণ অদক্ষতার কারণে বা অভিযুক্তদের সুরক্ষার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এই ধরনের ত্রুটি ঘটেছে কিনা তা আমরা অনুমান করতে পারি না। এই দেশের আইন এমন নয় যে সন্দেহের ভিত্তিতে লোকেরা অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়।

৬১. এখানে আমাদের আরও উল্লেখ করতে হবে যে, ডি-ফ্যাক্টো অভিযোগকারী ২০১৮ সালের একটি আই.এ. নং ৫০৫২৩ আবেদন করেছিলেন যাতে সিডির বিষয়বস্তু অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, এবং সেই সিডিতে প্রথম অভিযুক্তের কোনও টিভি চ্যানেলে দেওয়া কিছু সাক্ষাৎকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সিডিতে কিছু বিবৃতি রয়েছে যা ডি-ফ্যাক্টো অভিযোগকারীর অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে তার মতামতের উপর নির্ভর করবে।

৬২. এই পর্যায়ে নথিতে এই ধরনের উপাদান পাওয়ার জন্য, আমাদের মতে, সংবিধানের কিছু বিধানের ব্যাখ্যার প্রশ্ন সহ আইনের অনেকগুলি প্রশ্ন পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই যুক্তির জন্য ধরে নেওয়া যে এই আদালত তার অতিরিক্ত-সাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে এই ধরনের প্রমাণ পেতে পারে, অপরিহার্যভাবে এই ধরনের অনুশীলনের জন্য এই ধরনের প্রমাণ নথিভুক্ত করার আগে প্রথম অভিযুক্তকে একটি সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের মতে, এই কারণে যা এড়ানো যায়ঃ যদিও এটি ধরে নেওয়া হয় যে প্রথম অভিযুক্ত এই ঘটনায় তার অংশগ্রহণ স্বীকার করেছে, (একটি সত্য যা আমরা ইতিমধ্যে টিভি শোতে অভিযুক্ত তার নিজের স্বীকারোক্তি থেকে স্বাধীনভাবে উপসংহারে পৌঁছেছি) রেকর্ডের চিকিৎসা প্রমাণের আলোকে, তাকে গুমাম সিংয়ের মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। অতএব, আমরা আবেদনটি গ্রহণ করার কোনও কারণ দেখি না। এই ধরনের স্বীকারোক্তি, যদি কোনও প্রকৃত অভিযোগকারীর মামলার উন্নতিতে সহায়তা না করে।

৬৩. উপরের সমস্ত আলোচনার নিট ফলাফল হল যে গুমাম সিং-এর মৃত্যুর জন্য প্রথম অভিযুক্তকে দায়ী করা যায় না। অতএব, আপিলের অধীনে রায়টি বাতিল করা প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী বাতিল করা হয়। রেকর্ডের উপাদানগুলি আমাদের একমাত্র সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে আমরা পৌঁছাতে পারি যে প্রথম অভিযুক্ত স্বেচ্ছায় আইপিসি ধারা ৩২৩ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য গুরুনাম সিং-কে আঘাত করেছিল।

৬৪. পরবর্তী প্রশ্নটি হল এই ধরনের অপরাধের জন্য উপযুক্ত শাস্তি কী হবে। আই. পি. সি-র ৩২৩ ধারায় এমন কোনও সময়ের জন্য কারাদন্ডের বিধান করা হয়েছে যা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানার সাথে যা Rs.১০০০-বা উভয়ই হতে পারে। মামলার পরিস্থিতিতে এই তথ্যগুলি বিবেচনা করে যে (i) ঘটনাটি ৩০ বছরের পুরনো; (ii) অভিযুক্ত এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে কোনও অতীত শত্রুতা নেই; (iii) অভিযুক্ত কোনও অস্ত্র ব্যবহার করেনি; এবং (iv) যে পটভূমিতে এটি ঘটেছিল, আমরা মনে করি, Rs.১০০০-এর জরিমানা আরোপের শাস্তি এই মামলায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

৬৫. পূর্ববর্তী বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা উপরে উল্লিখিত অভিযুক্তদের আপিল মঞ্জুর করি এবং অভিযোগকারীর আপিল খারিজ করি।

দিব্যা পান্ডে **আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal